শ্রীশ্রীরাসলীলা

ও

পদাঙ্ক-দূত

ব্রহ্ম-বোধিকা-প্রণেতৃ-

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ কৃত

১৭ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩৩৩—জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য আট আনা।

শ্রীশ্রীরাসলীলা

মঙ্গলাচরণ-গীতম্।

(গ্রন্থকার-বিরচিতম্)

গুর্জ্জরীরাগেণ যতিতালেন চ গেয়ম্

বন্দে ব্রজজন-বন্দিত-পাদম্।

ভুবন-বিমোহন-বেণু-নিনাদম্ ॥ ধ্রুবম্ ॥১॥

কৃষ্ণসুকুঞ্চিত —কেশমনিন্দিত—বর্হবিরঞ্জিতচূড়ম্।

প্রেমরসাকুল—মানসবল্লব—যুবতিগণৈরুপগূঢ়ম্ ॥২॥

পীতবসনবন—মাল্যবিভূষণ—নীরদকল্পশরীরম্।

কুসুমশরাসন —তুর্ণয়মনসিজ—দর্পবিমর্দ্দনবীরম্ ॥৩॥

মণিবরলাঞ্ছন—ভাস্বরকাঞ্চন —কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডম্।

মৌক্তিককরদনং—হিমকরবদনং—জঠরনিহিতজগদণ্ডম্ ॥৪॥

পরভৃতকূজিত—মধুকরগুঞ্জিত—কুঞ্জবনে কৃতনাট্যম্।

[illegible]কুর্দ্দনপর —যুবতিজনৈঃ সহ—বিহিতবসনহরশাঠ্যম্ ॥৫॥

গোকুলজনভয়—নির্বৃতয়ে কৃত—কাননপাবকপানম্।

[illegible]গবিতাড়ন—লাঞ্ছনয়া জিত—কালিয়ললদভিমানম্ ॥৬॥

পাণিধৃতস্তন—পানকৃতৌ কৃত—পূতনিকাপ্রতিঘাতম্ ।
এলবিলাঙ্গজ—শাপলয়াদ্ ধ্রুব—মাচরিতার্জ্জুনপাতম্ ॥৭॥
প্রগুণপরাক্রম—সাধিতদুর্ম্মদ—বৎসবকাসুরনাশম্ ।
ভাণ্ডবিভঞ্জন—রুষা সুবর্ম্মণি—মাতৃনিসংযতপাশম্ ॥৮॥
তুঙ্গমহীধর—ধারণখেলন—দমিতপুরন্দরদম্ভম্ ।
ব্রহ্মবিমোহন—শক্তিবিনির্ম্মিত—ধৈনুকগোপকদম্বম্ ॥৯॥
শৈশবকোমল—পদকমলদ্বয়—সাধিতশকটবিভঙ্গম্ ।
মাতৃভুজান্তর—জৃম্ভণদর্শিত—বিশ্ববিলাসতরঙ্গম্ ॥১০॥
খরকরভাস্কর—তনয়াতটচর—রাসরমণরসসিক্তম্ ।
চিন্ময়রতিরণ—নন্দিতবৃন্দা—বনবনিতাগণবক্তম্ ॥১১॥
রাসকথা মম—সন্তনুতাং হরি—পদনলিনে রতিমোদম্ ।
জনয়তু মাধব—ভক্তিমতাং হৃদি—পররসতত্ত্ববিবোধম্
॥১২॥

উৎসর্গ।

প্রজগৌ রস-সন্তৃপ্তো যল্লীলাং সুকবিঃ শুকঃ।
তামালম্ব্য কলৌ কাকঃ খরং শব্দায়তেঽকবিঃ ॥১॥
স ভক্ত-কলকণ্ঠানাং সেবায়াং নিরতঃ সদা।
মাধুর্য্য-বর্জ্জিতে গীতে কুরুতে হ্যেতমুত্তমম্ ॥২॥
তস্যৈষ উদ্যমো ন্যস্তঃ সুভক্তপিকপাণিষু।
তৈরীরিতঃ সমাপ্নোতু রাসেশচরণাম্বুজম্ ॥৩॥

আস্বাদিয়া প্রেমসুখ, রসিক সুকবি শুক,
হরষে করিল যেই প্রেমলীলাগান।
সে লীলা আশ্রয় ক'রে, কলিতে কর্কশ স্বরে,
অকবি করট করে নীরস নিস্বান ॥
কিন্তু এক অধিকার, করুণায় বিধাতার,
করট লভেছে এই ভুবন মাঝারে।
যার মধু-কুহুগীতে, নিখিল ভুবন মাতে,
হেন পরভৃতে সে যে প্রীতি-সেবা করে ॥

অরস করটোপম লেখক এ তৃণাধম,
সেবি ভক্ত-কলকণ্ঠ-পদ মনোরম।
নাহি ভক্তি, নাহি প্রীতি, নাহি প্রেম, নাহি রতি,
তথাপি শ্রীরাসগীতে করেছে উদ্যম॥
উদ্যমের ফল তার, করি বহু নমস্কার,
সঁপিছে সাদরে সে গো ভক্তবৃন্দকরে।
অন্তরে প্রত্যয় ধরে, তাঁদের প্রসাদ তারে
প্রেরিবে হরির চারু চরণ-পুষ্করে॥

শ্রী শ্রীরাসলীলা।

রাসরসের আস্বাদশরণি।

(১)

শরতের শর্ব্বরী ; পূর্ব্বাকাশে পূর্ণকল চন্দ্রের উদয়ে জগৎ চন্দ্রিকারাগে রঞ্জিত। অগণিত মল্লিকার বিকাশে বৃন্দাবনের কুঞ্জকদম্ব সুরভিত। এ হেন সময়ে গোপীগণের কাত্যায়নী-ব্রত ও তাঁহাদের নিকটে স্বীয় বিহার-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া ভগবানের রিরংসা হইল। রিরংসা রমণেচ্ছা, স্বানন্দসেবাভিলাষ বা স্বরসাস্বাদনের বাসনা। ভগবান্ রসিকশেখর, রসস্বরূপ, শ্রুতিকীর্ত্তিত "রসো বৈ সঃ"। সেই রসিকশেখরের রিরংসা। এই রিরংসাপূরণের জন্য ভগবান্ যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যোগমায়া ভগবানের অন্তরঙ্গা পরা শক্তি। ইহার অন্য আখ্যা আত্মমায়া বা হ্লাদিনী। এ শক্তি কন্দর্প-দর্পদলনী ; মদনোদ্দীপনী গুণমায়া বা অবিদ্যা নহে। যোগমায়ার সংসর্গে ভগবান্ আত্মারাম, স্বরতি, সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথ, আত্মাবরুদ্ধ-সৌরত, যোগেশ্বরেশ্বর। অতএব যোগমায়াশ্রিত ভগবানের রাসকেলি মায়াশ্রিত

সাধারণ জীবের কামক্রীড়া নহে। ভগবান্ রিরংসা-পূরণের জন্য বৃন্দাবনের কুঞ্জে দাঁড়াইয়া বংশীধ্বনি করিলেন; আর বেণুনাদে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজরমণীরা ছুটিয়া আসিয়া ভগবানের রমণসাধ মিটাইবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন। অনঙ্গবর্দ্ধন মুরলীনিস্বন ব্রজদেবীগণের দেহাত্মবুদ্ধি নিবারিত করিল; সংসার-বিলোপ ঘটাইল। তাঁহারা জাগতিক সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে আরাবলক্ষ্যে ছুটিলেন। কেহ গোদোহন করিতে করিতে দোহনকৃত্য ছাড়িয়াই ছুটিলেন; কেহ বা চুল্লীর উপরে পয়ঃপাত্র রাখিয়াই ধাবিত হইলেন; কেহ বা স্বজনগণের অন্ন-পরিবেশন পরিত্যাগ করিলেন; কেহ বা স্বশিশুর স্তন্যপানে অবহেলা করিলেন; কেহ বা পতিপরিচর্য্যারূপ পরম ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলেন; আর কেহ বা বেশবিন্যাসে নিরত ছিলেন, অঙ্গে চন্দনরস সেচন করিয়া নয়ন অঞ্জনাঙ্কিত করিবেন, এমন সময়ে মুরলীর তান তাঁহার মনোহরণ করিল, আর তাঁহার প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল না, কজ্জল-শলাকা হস্তে ধরিয়াই তিনি ছুটিলেন। বংশীর নিস্বান সচ্চিদা-নন্দের সাদর আহ্বান। উহা আনন্দমন্দাকিনীর হ্লাদিনী-ধারায় ব্রজদেবীগণের হৃদয় প্লাবিত করিয়াছে, তাঁহাদের দেহ-গেহের মমতা বিদূরিত করিয়াছে, ভোগ-লালসার ক্ষয়সাধন করিয়াছে, সাংসারিক লজ্জাভয়ের অপসারণ

করিয়াছে। তাঁহারা পতি-পুত্র-বসন-ভূষণাদির মায়িক আকর্ষণ হেলন করিয়া, স্বজনগণের শাসন-বারণাদি সকল বন্ধন ছেদন করিয়া, কালিন্দীর উপকূলে, কদম্বের তলে আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। আর যে ব্রজগোপিকারা গৃহ হইতে নিঃসরণের অবসর পাইলেন না, তাঁহারা কৃষ্ণ-সন্নিধানে স্ব স্ব মনঃপ্রাণ প্রেরণ করিলেন ও ধ্যানযোগে কৃষ্ণাশ্লেষ লাভ করিয়া গুণময় তনু পরিহার-পূর্ব্বক নিমীলিত-নয়নে নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যাঁহারা মাধবের রমণা-কাঙ্ক্ষার নির্ব্বৃতিসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন তাঁহা-দিগের কাহারও হৃদয়ে দেহ-ভাবনা বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকামনা ছিল না। হৃষীকেশের রমণেচ্ছা চিদানন্দ-ময়ী, তাহা দেহাত্মিকা হইতেই পারে না। দেহাত্মিকা রতির নিমিত্ত ভগবান্ যোগমায়ার আশ্রয় লইবেন কেন?

ব্রজাঙ্গনারা বনস্থলীতে সমবেত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা দেহবোধ লইয়া, সংসার মাথায় করিয়া আসিয়াছেন কিনা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রথম সাদরালাপের পর ভগবান্ তাঁহাদিগকে রজনীর ভীষণতা, বনের শ্বাপদসঙ্কুলতা জ্ঞাপন করিলেন ও তাঁহাদের অদর্শনে পতিপুত্রাদি স্বজনগণের উদ্বেগের কথাও বলিলেন। পরিশেষে সংসার-ধর্ম্মের উল্লেখ

করিয়া কহিলেন "পতিসেবা ও স্বজন-সন্ততি-পালন সতী রমণীর পরমধর্ম্ম। পতিপরিহার করিয়া পুরুষান্তরে অনুরাগ-প্রকাশ নারীর পক্ষে ইহলোকে অখ্যাতি ও লোকান্তরে নিরয়গতির নিদান ; অতএব তোমরা সত্বর গৃহে ফিরিয়া যাও"।

ব্রজগোপীরা এই প্রত্যাখ্যানের কথায় হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন। তাঁহারা তো কোন ঐহিক বাসনা লইয়া কৃষ্ণসকাশে আইসেন নাই ; মুরারির রিরংসা মিটাইবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহারা নিজ হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রকাশপূর্ব্বক ঈষৎকোপাবেশে গদগদ-বচনে মাধবকে সম্বোধিয়া কহিলেন "হে কৃষ্ণ! আমরা নিখিল বিষয় বর্জ্জন করিয়া, সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণে শরণ লইয়াছি। এখন তোমার মুখে এহেন উপেক্ষার বাণী আমাদের মর্ম্মযাতনা ঘটাইতেছে। সংসারে পতি-পুত্র-স্বজনের পরিচর্য্যা নারীর পরম ধর্ম্ম, একথা সত্য। এতদিন আমরা তাহাদের সেবায় মনোনিবেশ করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছিলাম ; কিন্তু মুরলীধর! তোমার মুরলীর গীতে আমাদের বিষয়-বাসনার বিলয় হইয়াছে, সংসারের সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। এখন বুঝিয়াছি পতিপুত্র-পরিবার আর্ত্তির কারণ। ভোগাসক্ত হইয়া আর পতিপুত্রস্বজনের সেবা করিতে পারিব না। পরমার্থের সন্ধান পাইয়া আর

ব্যবহারের পথে বিচরণ করিতে পারিব না। তুমি সকলের পতি ও পরমনিধি, তোমার সেবা করিলে, সকলের সেবা করা হইবে। তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সংসারে ফিরিয়া গিয়া আর মদনের পূজা করিতে পারিব না। যদি আবার সংসারেই আমাদের ফিরাইয়া দিবে, তবে কেন বেণুগানে আমাদের গৃহাসক্তি হরণ করিলে, আমাদিগকে তোমার প্রেমে মজাইলে। তোমার মুখে সংসারসেবার যুক্তি শুনিয়া ঐ দেখ মন্মথ আবার পুষ্প-ধনুতে শর-সন্ধান করিতেছে, সংসারের দ্বারে দাঁড়াইয়া বিষয়বিষকে অমৃত বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছে। মদনমোহন! উহাকে মোহিত কর, উহার দর্প দলন কর। আর আমরা গৃহে গিয়া দেহ লইয়া ভোগবিলাসে মত্ত হইব না। ভূমার দর্শন পাইয়া অল্প লইয়া দিনযাপন করিব না। তোমার শ্রীমুখের হাসির লহরী, তোমার বংশীরবের ললিত মাধুরী, তোমার চটুল নয়নের কটাক্ষ-চাতুরী আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, সর্ব্বধর্ম্মচ্যুতি ঘটাইয়াছে। তোমার বেণুগানের আকর্ষণে ত্রিভুবনে এমন কে আছে, যাহার এরূপ দশা না ঘটিবে। শুধু কি তুমি আমাদেরই মজাইয়াছ। না, না ঐ দেখ নিখিল স্থাবর-জঙ্গম তোমার ত্রৈলোক্যমোহন রূপে ও কলপদায়ত বেণুগীতে মুগ্ধ ও পুলকাঞ্চিত হইয়াছে। আমরা আর গৃহে ফিরিব

না, তোমাকে আমাদের প্রতিকূলতাচরণ করিতে দিব না। আর যদি তুমি একান্তই শ্রীচরণে আশ্রয় না দাও, তোমার বিরহানলে এই তুচ্ছ তনু দগ্ধ করিয়া ঐ চরণের রেণু হইয়া রহিব। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের প্রত্যাখ্যান করিও না, আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া তোমার রিরংসা পূর্ণ কর।"

ব্রজবধূগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তখন আত্মারাম, যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ মধুর হাস্য করিয়া কৃপাসহকারে গোপীদিগকে নানাচ্ছন্দে রমণানন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে অচ্যুত তারানিকরপরিবৃত মৃগাঙ্কের ন্যায় শোভাসম্পন্ন হইলেন। রমণসময়ে ভগবানের কণ্ঠস্থিত বৈজয়ন্তী-মালা বনভূমির অপূর্ব্ব সুষমা সম্পাদন করিল। তরঙ্গোল্লাসিত, কুমুদামোদিত যমুনা-পুলিনে প্রবেশ-পূর্ব্বক রতিপতির উদ্দীপন করিয়া কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরী-গণের সহিত রমণ-বিহার করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই রতিপতির উদ্দীপন সাধারণ জৈব কামকলাবিলাস নহে, কারণ কৃষ্ণ যে কন্দর্পদর্পহা, মদনমোহন। এ রতি চিদানন্দময়ী রতি, পরানুরক্তি। ব্রজললনাদিগের সহিত রমণ-কালে কৃষ্ণ চিদানন্দময়ী রতির পতিকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ গোপবধূগণের হৃদয়ে হ্লাদিনীর সারভূত পরম ভাবের, পরম প্রেমের প্রকটন

করিয়াছিলেন। আত্মারাম, অনাসক্তচিত্ত, নায়ক-শিরোমণি ভগবানের নিকটে রমণ-সম্মান লাভ করিয়া ব্রজদেবীগণ প্রত্যেকেই "কৃষ্ণ আমারই প্রেমাধীন হইয়াছেন" ভাবিয়া মানিনী হইয়া পড়িলেন এবং অন্যান্য রমণী অপেক্ষা, আপনাকে অধিক সৌভাগবতী মনে করিয়া মদান্বিতা হইলেন। এই মদ-মানের কথায় মনে হয় যে সংসার বর্জ্জন করিলেও এখনও ব্রজদেবীগণের অহন্তা-লয় ও কৃষ্ণে পূর্ণ আত্মনিবেদন ঘটে নাই। কেশব তাঁহাদের এই মদ ও মান লক্ষ্য করিলেন এবং মদের প্রশমন ও মানের প্রসাদনের নিমিত্ত যোগমায়া-বলে অন্তর্হিত হইলেন। অন্তর্ধানে ভগবান্ পরমপ্রিয়া শ্রীরাধার সঙ্গ-পরিহার করেন নাই; নিত্য-প্রেয়সী শ্রীমতী তাঁহার নিভৃত-সঙ্গিনী হইয়াছিলেন।

(২)

সহসা ভগবানের অন্তর্ধানে ব্রজাঙ্গনাদের হৃদয় তাপিত হইল। রমণকালে ভগবানের লাস্যময়ী গতি, মধুরহাস্য, সবিলাস নিরীক্ষণ, মনোরম আলাপন ও বিহার-বিভ্রম ব্রজদেবীগণের মনোহরণ করিয়াছিল। তাঁহারা তন্ময়-চিত্তে "আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে কৃষ্ণগুণগানে দশদিক মাতাইয়া বনে বনে শ্রীহরির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং বিভ্রান্ত-মনে

তরুলতাদির নিকটে কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

"হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! হে ন্যগ্রোধ! হে কুরুবক! হে অশোক! হে নাগকেশর! হে চম্পক! হে পুন্নাগ! মধুর হাস্য-বিলাসে, প্রেম-কটাক্ষপাতে হরি আমাদের মনোহরণ করিয়া পলাইয়াছেন, তোমরা কি আমাদের কৃষ্ণকে দেখিয়াছ? তিনি কি এই পথে গমন করিয়াছেন? হে চূত! হে প্রিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কোবিদার! হে জম্বু! হে নীপ! হে অর্ক! হে বিল্ব। হে বকুল! হে আম্র! হে কদম্ব! পরহিতার্থে তোমরা যমুনার উপকূলে জন্মলাভ করিয়াছ। এই দেখ কৃষ্ণের অদর্শনে আমাদের হৃদয় শূন্য হইয়াছে: তিনি কোন পথে গিয়াছেন আমাদিগকে বলিয়া দাও। তুলসি! তুই কৃষ্ণের চরণের দাসী। তোর ভ্রমরবিলাস তাঁর সাতিশয় প্রীতিকর। তোর প্রতি তাঁর সোহাগের কথা কে না জানে। বল্‌না কল্যাণি! কৃষ্ণ আমাদের কোন পথে গিয়াছেন। হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! তোদের অঙ্গের পুলক দেখিয়া বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোদের অঙ্গস্পর্শ করিয়া গিয়াছেন; তোরা নিশ্চয়ই তাঁর সংবাদ জানিস্। হে ধরণি! তোমার অঙ্গের পুলকোল্লাস দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি পরম

তপস্বিনী। তোমার এই উৎসব কি শ্রীগোবিন্দের পদসঙ্গজনিত, না বামনাবতারের বিক্রম-সম্ভূত, না কোলকলেবর ভগবানের আলিঙ্গন-হেতু? ওরে, মৃগি! তুই আমাদের কুঞ্জসখী; তুই কি সই! ব্রজ-জীবনকে দেখিয়াছিস্? প্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়া, কুন্দমালা কণ্ঠে ধরিয়া, কৃষ্ণ কি তোর নয়নরঞ্জন করিয়া গিয়াছেন? কুন্দগন্ধে বনভাগ এখনও আমোদিত রহিয়াছে। হাঁ সখি! কুন্দদামে কি কৃষ্ণকান্তার কুচকুঙ্কুমের রাগরেখা ছিল? হে তরুনিকর! প্রিয়ার অংসে বাহুবিন্যাস করিয়া, করকমলে লীলাকমল ঘুরাইতে ঘুরাইতে, তুলসী-বাসী মদান্ধ অলিবৃন্দসমভিব্যাহারে ব্রজেশ্বর কি তোমাদের সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, আর তোমরা প্রণতিপূর্ব্বক তাহার সংবর্দ্ধনা করিলে তিনি কি প্রেমকটাক্ষে তোমাদের প্রণতির অভিনন্দন করিয়াছিলেন? দেখ, দেখ ব্রততীবালারা বনস্পতির বিটপবাহু আলিঙ্গন করিয়া আপনাদের ক্ষীণ বপুতে কেমন পুলক ধারণ করিয়াছে; শ্রীহরির করনখর-স্পর্শই উহাদের এই পুলকোচ্ছ্বাসের নিদান। উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, উহারা নিশ্চয়ই ব্রজেন্দ্রের সংবাদ জানে।” কৃষ্ণবিরহবিধুরা গোপিকারা এইরূপে কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে পূর্ণকৃষ্ণাত্মিকা হইয়া ভাবাবেশে তদীয় লীলাবলীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণভাব-

ময়ী কোন গোপী পূতনাভাবময়ী গোপীর স্তন্যপানে নিরত হইলেন। শিশুকৃষ্ণভাবময়ী কোন গোপী রোদন-পরা হইয়া শকটভাবাবিষ্টা গোপীর প্রতি চরণতাড়না করিলেন। কোন ব্রজাঙ্গনা তৃণাবর্ত্তভাবাবেশে নন্দ-নন্দনের বাল্যভাবান্বিতা গোপীকে হরণ করিলেন, আর কেহ স্বীয় চরণযুগল আকর্ষণ করিতে করিতে কিঙ্কিণী-নিক্কণে রিঙ্গনলীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। আবার কেহ কৃষ্ণ, কেহ বলরাম, ও কেহ কেহ মিলিয়া গোপবালক হইয়া বকবৎসভাবান্বিত গোপীদ্বয়ের হননাভিনয় করিতে লাগিলেন। কেহ বেণুনিস্বনে কৃষ্ণের গোচারণলীলার অনুকরণ করিলেন ও সখি-ভাবাত্মিকা গোপিকারা তাহার প্রতি সাধুক্তি করিলেন। কোন ব্রজসীমন্তিনী অন্যের কণ্ঠাশ্লেষপূর্ব্বক ব্রজরাজের ললিত গতির অনুকরণ করিয়া কহিলেন "তোমরা কৃষ্ণের গতিলাবণ্য দর্শন কর।" "তোমরা বৃষ্টিবাতের ভয় করিও না, আমিই তোমাদিগের ভয়-নিবারণ করিব" এই বলিয়া কোন গোপী নিজ উত্তরীয়-বসন ঊর্দ্ধে তুলিয়া গোবর্দ্ধনধারণের অনুকৃতি করিলেন। আর এক ব্রজললনা অন্য এক জনের শিরোদেশে একপদে আরোহণ করিয়া "দুষ্ট বিষধর! এস্থান পরিত্যাগ কর, আমি ক্রূরমতির দণ্ডবিধান করিতে আসিয়াছি" বলিয়া কালিয়দমন-লীলার অভিনয় করিলেন। কেহ

বা দাবাগ্নি পান-লীলার অনুকরণ করিলেন। কোন গোপী যশোমতীর ভাবানুকরণ করিয়া পুষ্পমাল্য দ্বারা বালগোপালভাবময়ী অন্য গোপীকে উদূখলে বন্ধন করিতে করিতে বলিলেন "আজি ভাণ্ডভেত্তা নবনীত-হরকে বাঁধিয়া রাখিব," আর ঐ কৃষ্ণভাবাশ্রিতা গোপী করকমলে স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া ভীতি-প্রাপ্তির অভিনয় করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বৃন্দাবনের তরুলতার নিকট কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গোপিকারা বনপ্রদেশে ভগবানের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-যব-কমলাদি-শোভিত পদাঙ্ক-পুঞ্জ দেখিতে পাইলেন এবং ঐ পদাঙ্কলক্ষ্যে কৃষ্ণপদবীর উদ্দেশে গমন করিতে করিতে হরিপদাঙ্ক রাধাপদাঙ্ক-সম্মিলিত দেখিয়া আর্ত্তহৃদয়ে কহিতে লাগিলেন "এ কোন্ ভাগ্যবতীর পদলেখা। নিশ্চয়ই সে প্রকৃষ্ট আরাধনা করিয়া ভগবানের প্রীতিবিধান করিয়াছে; নতুবা কেন ভগবান্ তাহার সহিত নিভৃত-বিহার করিবেন? কেন তাহাকে বিরলে কণ্ঠাশ্লেষদানে কৃতার্থ করিবেন, অধরামৃতবর্ষণে পরিতুষ্ট করিবেন? দেখ দেখ এখানে আর রমণীর পদচিহ্ন নাই; প্রেয়সীর কোমল পদতল তৃণাঙ্কুরবিদ্ধ হইতেছে দেখিয়া নিশ্চয়ই হরি তাহাকে উৎসঙ্গারোহণ করাইয়াছেন। আরও দেখ এখানে হরিপদাঙ্ক অধিক মগ্ন; নিশ্চয়ই প্রেম-

লম্পট এস্থলে বধূবহণভারে কাতর হইয়াছিলেন। আবার হেথায় অৰ্দ্ধপদরেখা দেখ; কান্তার ভূষারচণার্থ চরণাগ্রে ভর করিয়া হরি পুষ্পচয়ন করিয়াছেন এবং এইস্থানে বসিয়া প্রিয়ার কেশপ্রসাধনপূর্ব্বক চূড়া বাঁধিয়া দিয়াছেন।”

এইরূপে কৃষ্ণপ্রণয়িনীগণ উদ্ভ্রান্ত-হৃদয়ে পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আর শ্রীবৃন্দাবনবিলাসী, আত্মারাম আত্মতৃপ্ত হইয়াও জগন্মণ্ডলে কামীর দৈন্যের কথা ও রমণীর দুরাত্মতার বার্ত্তা জ্ঞাপনের জন্য শ্রীরাধার সহিত নিভৃত-রমণ করিতে লাগিলেন। কেশবপ্রসাদলাভে শ্রীরাধার মনে গর্ব্বের সঞ্চার হইল। তিনি আপনাকে অন্যান্য সকল রমণীর মধ্যে বরিষ্ঠা মনে করিলেন ও ভাবিলেন যে আর সকলে কামবশে আসিয়াছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহারই অনুবর্ত্তন করিতেছেন। তৎপরে শ্রীরাধিকা কিয়দ্দূর গমন করিয়া রমণীসুলভ দুরাত্মতা প্রকাশপূর্ব্বক অভিমান-ভরে শ্রীমাধবকে কহিলেন “হে প্রেমাধার! আমার দেহ অবশ ও স্বেদার্দ্র হইয়াছে, চরণ আর চলিতেছে না; তুমি আমায় যেরূপে পার, স্বীয় অভিলষিত স্থানে লইয়া যাও”। এই কথা শ্রবণ করিয়া রসরাজ কামীর দৈন্যের কথা জগৎকে শিখাইবার জন্য হাসিয়া কহিলেন

"এখন আর উপায় কি ; তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" সৌভাগ্যদৃপ্তা রাধা স্কন্ধারোহণে উদ্যত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলেন। তখন শ্রীরাধার সৌভাগ্যের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল, হৃদয় বিরহদহনে জ্বলিয়া উঠিল। আকুলপ্রাণে বিলাপ করিতে করিতে তিনি কহিলেন "হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! তুমি কোথায়! হে সখে! দেখা দিয়া আমার জীবন রক্ষা কর, এ দাসীকে নিজ সন্নিধানে লইয়া যাও। হে পরমেশ! তোমায় মানে আমার মান, তোমার গৌরবে আমার গৌবব। তুমি আমার পরম ধন, আমার এ রূপরাশি তোমারই। আমার হৃদয়বীণা তোমার বাঁশীর সুরে ঝঙ্কৃত হইতেছিল; তোমার বিরহে সে এখন নীরব হইয়াছে; হে প্রেমাধার! সে বীণা আমার ভাঙ্গিও না, তাহার তন্ত্রীচ্ছেদ করিও না।" শ্রীরাধা এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণান্বেষণপরা আর আর গোপিকা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরাধার মুখে সকল কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তদনন্তর গোপীগণ কৌমুদী-বিভাসিত বনভাগে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে তমোময় গহনকাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা কৃষ্ণান্বেষণে নিবৃত্ত হইয়া যমুনাপুলিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও কৃষ্ণধ্যান-

পরায়ণা হইয়া তাঁহার আগমনের আকাঙ্ক্ষায় সমস্বরে গীত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদন করিয়া, গোপবালারা কৃষ্ণকথালাপে, কৃষ্ণকেলি-সাধনে, কৃষ্ণগুণকীর্ত্তনে এরূপ অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন যে দেহ, গেহ ও পরিজনাদির কথা তাঁহাদের মানস-পটে আদৌ উদিত হয় নাই।

(৩)

নিরাশহৃদয়ে পুনরায় কালিন্দী-কূলে সমাগত হইয়া ব্রজদেবীগণ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের আগমনপ্রার্থনাগীতি করিতে লাগিলেন।

"হে দয়িত! হে ব্রজজীবন! তোমার উদয়ে আজি ব্রজমণ্ডল কি অপূর্ব্ব জয়শ্রী ধারণ করিয়াছে; বৃন্দাবন কমলালয়ার আশ্রয়ভূমি হইয়াছে। আমরা তোমার একান্ত প্রেমাধীনা, তোমার শ্রীচরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি। সর্ব্বত্র তোমার অন্বেষণ করিয়া সন্ধান না পাইয়া আমরা দারুণ মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতেছি। তুমি দর্শনদানে আমাদের প্রাণ রক্ষা কর।"

"হে গোপিকা-রমণ! তোমার শ্রীমুখমণ্ডলে যে ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নযুগল নিয়ত খেলা করিতেছে, শরৎ-সরোজের শোভাসম্পৎ তাহার তুলনায় অতীব অসার। আমরা তোমার চরণে বিনামূল্যে আত্মনিবেদন করিয়া

দাসী হইয়াছি। তোমার ঐ চটুল নয়নের কটাক্ষবাণে আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া কোথায় লুকাইলে? আমাদের ব্যথায় তুমি ব্যথিত হইতেছ না, তোমার তোমার মত পাষাণপ্রাণ আর কে আছে?

"কালিয়দমন করিয়া, অসুরনিধন করিয়া, বাতবৃষ্টি-বজ্র বারণ করিয়া কতবার তুমি আমাদের রক্ষা করিয়াছ। এখন আমরা তোমার বিরহানলে জ্বলিয়া মরিতেছি, আর তুমি আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছ? আমরা তোমার চাতুরী বুঝিতে পারিতেছি না।

"ব্রজধামে তুমি শুধুই যশোদানন্দন, একথায় আমরা প্রত্যয় করি না। হে সখে! তুমি নিখিল প্রাণীর অন্তর্যামী। বিরিঞ্চির বাসনায় বিশ্বকল্যাণের হেতু তুমি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

"হে বৃষ্ণিকুলধুরন্ধর! হে কান্ত! যে করকমল-স্পর্শে তুমি ইন্দিরার সমাদর করিয়া থাক, যে করকমলে তুমি বরাভয় প্রদান করিয়া ত্বদীয় চরণাশ্রিতের সংসার-ভীতি বারণ ও মনোঽভীষ্ট পূরণ কর, সেই করকমল আমাদের শিরোদেশে স্থাপন করিয়া আমাদের বিরহার্ত্তির প্রশমন কর।

"হে ব্রজরমণ! তোমার মধুর কান্তি ব্রজের বিষাদ-হরণ করে; তোমার মধুর হাস্য তোমার নিজজনের মদমানের নিরসন করে। হে সখে! আমরা তোমার

কিঙ্করী, আমাদিগকে শ্রীচরণে স্থান দাও এবং তোমার রাজীবরম্য শ্রীমুখ দর্শন করাইয়া আমাদিগের মনঃ-পীড়ার শান্তি কর।

"তোমায় যে চরণ প্রণতের পাপহর, তৃণচরের অনুচর; যে চরণ কমলার নিকেতন, কালিয়ের বিভূষণ, হে কৃষ্ণ! সেই চরণ আমাদিগের বক্ষে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের হুতাশন প্রশমিত কর।

"হে রসময়! তোমার বচনসুধার মাধুর্য্যপ্রস্রবণে বুধগণের মনও মুগ্ধ হয়। আমরা তো তোমার কিঙ্করী; তোমার বচনামৃতধারা আমাদিগের শ্রুতি-পথে প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে বিচেতনা করিয়াছে। এখন আসিয়া অধরামৃতবর্ষণে আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর।

"তোমার কথামৃত সন্তাপীর তাপ দূর করে, কবির হৃদয়ে প্রেমভক্তির সঞ্চার করে, পাতকীর পাপক্ষয় করে। যাঁহারা অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া তোমার ঐ শ্রুতিমঙ্গল, পরমসম্পদাকর কথামৃত জগন্মণ্ডলে বিতরণ করে, তাঁহাদের সমান দাতা আর কে আছে?

"হে প্রীতির আকর শঠশেখর! তোমার অধরের হাস্যবিলাস, তোমার নয়নের প্রেমবীক্ষণ, তোমার ধ্যানমঙ্গল মধুর বিহার, তোমার মর্ম্মোল্লাসী নিভৃতালাপ ও তোমার প্রেমোন্মদ সঙ্কেতনর্ম্ম স্মরণ করিয়া আমাদের

মন অধীর হইয়াছে। ত্বরায় দর্শন দিয়া আমাদের হৃদয়ের ব্যথা হরণ কর।

"হে ব্রজেশ্বর! হে গোপী-মনোহর! যখন তুমি গোচারণার্থ ব্রজপুর হইতে বহির্গত হইয়া ললিত-পদ-বিক্ষেপে গোষ্ঠে গোষ্ঠে বিচরণ করিতে থাক, তখন শিলতৃণাঙ্কুরাঘাতে তোমার সুকোমল চরণোৎপল না জানি কতই ব্যথা পায়; আর যখন তুমি দিনাবসানে স্বীয় নীলকুন্তলাবৃত মুখকমলে গোখুরোত্থিত রজোরাশি মাখিয়া আমাদের নয়নগোচর হও; তখন আমাদের চিত্ত স্মরসায়কে বিদ্ধ হইয়া থাকে।

'হে রমণ! তোমার যে চরণে কমলযোনির মস্তক লুণ্ঠিত হয়, প্রণতের স্পৃহা পূর্ণ হয়; যে চরণ ধরণীর ভূষণ, বিপন্নের বিপন্নাশন, নিখিল জীবের তাপশমন, সেই চরণ-কমল আমাদের হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আমা-দের আধি হরণ কর।

"হে শক্তিধর! তোমার যে অধরের প্রেমচুম্বনে মোহন বেণু কলগান করে, যে অধরের অমৃতরসে প্রেম-স্মরত বর্দ্ধিত হয়, শোক উপরত হয়, বিষয়বিস্মৃতি ঘটে, সেই অধরামৃতবিতরণে আমাদের জীবন রক্ষা কর।

"হে জীবনাধিক! দিবাভাগে যখন তুমি বনে বনে বিচরণ কর, তোমার অদর্শনে অর্দ্ধক্ষণও যুগসমান জ্ঞান

হয়। আর যখন তুমি প্রদোষকালে প্রত্যাগমন কর, তখন নির্নিমেষে তোমার শ্রীমুখ দর্শন করিবার প্রয়াস করিলে, নয়নের পক্ষ্মরাজি তাঁহাতে বিঘ্ন সম্পাদন করে। জ্ঞান হয়, বিধাতা আমাদের নেত্রে পক্ষ্মরচনা করিয়া স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন।

"হে কৃষ্ণ! আমরা তোমার বেণুগানে মুগ্ধ হইয়া পতিপুত্র, ভাইবন্ধু, আত্মীয়স্বজনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। আমাদের আগমনের কারণ তোমাব অবিদিত নাই। হে শঠ! অবলাকুলের মনোহরণ করিয়া, কাননে আনিয়া, কে তাহাদিগকে নৈশতিমিরে অনাদরে পরিহার করে?

"হে মাধব! একান্তে তোমার মুখচন্দ্রের নর্ম্ম-সম্ভাষ, উদার হৃদয়ের অপূর্ব্ব রমণাভিলাষ, মধুর অধরের সুললিত হাস্যবিকাশ, চটুল নয়নের কুটিল ভ্রূ-বিলাস, আর কমলার লীলাবাস বিশাল-বক্ষের পূর্ণ প্রেমোচ্ছ্বাস আমাদের মনোবিভ্রম ঘটাইয়াছে। তোমার দর্শনই সে বিভ্রমনিরসনের একমাত্র সাধন।

"হে প্রিয়তম! তোমার আবির্ভাবে শ্রীবৃন্দাবনের নিখিল সন্তাপ নিরাকৃত হইয়াছে, জগন্মণ্ডলের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে; কিন্তু তোমার অদর্শনজনিত বিষম ব্যাধি আমাদের হৃদয় জর্জ্জরিত করিতেছে। হে দয়িত!

এখন দর্শন দিয়া তোমার সঙ্গরসৌষধ প্রদানপূর্ব্বক স্বজনবোধে আমাদের দুঃসহ হৃদ্‌রোগের উপশম কর।

"হে প্রেমাবতার! যখন তোমার কোমল চরণকমল বক্ষে ধারণ করিতাম, তখন মনে হইত আমাদের পীনোন্নত কঠিন কুচস্পর্শে তুমি কতই না ব্যথা পাইবে। এখন সেই চারুচরণে বনে বনে বিচরণ করিতেছ, আর তোমার ঐ চরণ কণ্টকোপলে বিদীর্ণ হইতেছে। এই কথা ভাবিয়া আমাদের চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, কারণ হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদের জীবন-স্বরূপ।

(৪)

এইরূপে ব্রজাঙ্গনারা কৃষ্ণদর্শনলোলুপ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন-গীতি করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বর ও প্রসূনমাল্য ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ মদন-মোহনরূপে স্মিতমুখে তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। প্রিয়তমের দর্শন পাইয়া গোপাঙ্গনারা প্রীতি-প্রফুল্লনেত্রে সকলে মিলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। কোন গোপী হর্ষভরে স্বীয় অঞ্জলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণ করিলেন, কেহ বা তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাহু স্বীয় অংসে স্থাপন করিলেন। কেহ বা ভগবানের শ্রীমুখ হইতে স্বীয় হস্তে চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিলেন, আর

কেহ বা বিরহতাপ নিবারণার্থ তদীয় পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিলেন। কেহ বা প্রেমরোষাবেশে বিহ্বলা হইয়া ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিলেন এবং ওষ্ঠাধর দংশন করিতে করিতে কুটিল কটাক্ষবাণে মুরারিকে বিদ্ধ করিবার মানসে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অহর্নিশ ভগবানের চরণবন্দনা করিয়া ভক্তের যেমন সেবার আশা পূর্ণ হয় না, তদ্রূপ মাধবের মুখকমলকান্তি অনিমিষনয়নে দর্শন করিয়াও কোন গোপীর হৃদয়ে তৃপ্তির উদয় হইল না।

কোন গোপী নয়নদ্বারে শ্রীহরিকে প্রবেশ করাইয়া হৃদয়াসনে স্থাপন করিলেন এবং মনে মনে প্রেমালিঙ্গন করিয়া পুলকিতচিত্তে নির্বীজসমাধিমগ্ন যোগীর ন্যায় নেত্রনিমীলনপূর্ব্বক আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। মুমুক্ষু যেরূপ ঈশদর্শনলাভে চিত্তপ্রসাদ আস্বাদন করে, সেইরূপ ব্রজদেবীরা কৃষ্ণসন্দর্শনে বিরহব্যথা বিস্মৃত হইয়া পরমনির্বৃতি লাভ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা আকাঙ্ক্ষার পরমনিধি শ্রীমাধবকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলে, শক্তিসংঘপরিবৃত পুরুষের মত, ভগবানের অপূর্ব্ব মাধুরী প্রকাশিত হইল। অতঃপর শ্রীগোবিন্দ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কালিন্দীকূলে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে অগণন কুন্দমন্দারপ্রভৃতি কুসুমরাজি বিকসিত হইল; কুসুমসৌরভ বহন করিয়া ধীর

সমীর বহিতে লাগিল; মকরন্দ-লোভে অলিকুল গুঞ্জনগীতি-সহকারে কুসুমপঙ্‌ক্তির বরণ করিতে লাগিল। শারদশশী রজতকিরণ বিতরণ করিয়া ত্রিযামার ঘনতমোরাশি বিদূরিত করিল ও যমুনা অসংখ্য তরঙ্গপাণি প্রসারিত করিয়া কোমল সৈকত পুলিন আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

মাধবের দর্শন পাইয়া প্রেমানন্দরসে ব্রজবালাদিগের হৃদয়ব্যাধি বিধৃত হইয়া গেল। শ্রুতির ক্রিয়াবিশেষ-বহুল কর্ম্মকাণ্ডে, ঐহিক ভোগৈশ্বর্য্যলাভ ও পারত্রিক স্বর্গসুখাদি-প্রাপ্তি প্রভৃতি কামনার কথামাত্র আলোচিত হওয়ায়, শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ডে অপূর্ণা; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে শ্রীভগবানের স্বরূপ ও তদীয় সাক্ষাৎকার ও লীলারস-মাধুরীর কথা জ্ঞাপিত হওয়ায়, শ্রুতি জ্ঞানকাণ্ডে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন। গোপীগণ প্রেমসিন্ধুর সঙ্গলাভ করিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইলেন এবং লীলারসকথাময়ী পূর্ণা শ্রুতিসংহতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তাঁহারা প্রেমাবেশে কুঙ্কুমরঞ্জিত বক্ষের বসনে শ্রীহরির আসনরচনা করিয়া দিলেন, আর ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মী বিস্তার করিয়া যোগিমানসহংস, সর্ব্বরসাধার শ্রীভগবান্ গোপীমণ্ডলমধ্যে সেই আসনে প্রেমভরে উপবেশন করিলেন। গোপীব্রজ স্মিতবদনে ভ্রূবিলাস-সহকারে লীলাদৃষ্টি করিয়া, স্মরমোহনের সংবর্দ্ধনা ও

স্তুতি করিলেন এবং তাঁহার করচরণ অঙ্কে স্থাপন করিয়া অন্তর্ধানের কথা স্মরণপূর্ব্বক ঈষৎকোপভরে কহিতে লাগিলেন।

"হে কৃষ্ণ! আমরা ভজনের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। দেখিতে পাই, কেহ ভজনকারীর অনুভজন করে, আর কেহ ভজনাপ্রাপ্ত না হইয়াও অন্যের ভজনা করে, আবার কেহ বা ভজনাপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, কাহারও ভজনা করে না। কোথাও দুইটী প্রাণের প্রেমবিনিময়, কোথাও বা অপ্রেমিকে প্রেমদান, আর কোথাও বা প্রেমশূন্য প্রাণ লক্ষিত হয়। অতএব তুমি আমাদিগকে ভজনতত্ত্ব বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ব্রজাঙ্গনাদিগের এবংবিধ বাক্যশ্রবণে শ্রীভগবান্ কহিলেন, "সখীগণ! যাহারা লাভের আশায় পরস্পরের ভজনা করে, তাহাদের সেই ভজনা স্বার্থসাধন, আদানপ্রদান, সংসার-আপণে ক্রয়বিক্রয় মাত্র। সে ভজনায় ধর্ম্ম অথবা প্রেমের সম্পর্ক নাই। যাহারা অভজনকারীর ভজনা করে, তাহারা দয়ার্দ্র ও স্নেহার্দ্রভেদে দ্বিবিধ। সাধুগণ দয়ার্দ্রের নিদর্শন ও মাতাপিতা স্নেহার্দ্রের নিদর্শন। দয়ার্দ্র হৃদয়ে ধর্ম্মের সঞ্চার হয় ও স্নেহার্দ্র হৃদয়ে প্রেমোচ্ছ্বাস হয়। আর এরূপ বহুজন আছেন যাঁহারা কাহারও ভজনা

করেন না। ইঁহারা শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত, যথা আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী। আত্মারাম কদাপি বাহ্যদর্শন করেন না; আপ্তকাম বা পূর্ণকাম সম্ভোগ-নিচয়ের অবহেলা করেন; অকৃতজ্ঞ হিতৈষীর সন্ধান রাখে না ও গুরুদ্রোহী প্রত্যুপকারের পরিবর্ত্তে উপ-কারীর অকল্যাণ সাধন করে! হে সুন্দরীগণ! আমি কিন্তু এ সকলের কেহ নহি। ভক্তিভরে যাহারা আমার ভজনা করে, ভজনার একতানতা-রক্ষণার্থ ত্বরায় আমি তাহাদের ভজনা করি না। ধ্যানের দৃঢ়তা—বিধানের জন্য আমি ভক্তজনে দর্শন দিয়া অন্তর্ধান করি। নির্ধনের লব্ধধন হারাইলে তাহার চিত্ত যেমন নষ্টধনের চিন্তায় একান্ত ব্যাপৃত থাকে, সেইরূপ মদীয় ভক্ত একবার আমার দর্শনলাভ করিয়া পুনরায় আমার অন্তর্ধানে মচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া যায়, দেহগেহাদির কোন সন্ধানই রাখে না। হে প্রেয়সীগণ! তোমরা সর্ব্বধর্ম্মপরিহারপূর্ব্বক, আত্মীয়-স্বজনের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, প্রেমানুরাগে যামিনীতে যমুনার নিকুঞ্জকাননে আমারই জন্য উপনীত হইয়াছ, এ কথা আমি জানি। তোমাদের কোমল হৃদয়ে আমার প্রতি পরা ভক্তি ও প্রেমপ্রসারের কথাও আমি জানি। আর আমিও তোমাদের প্রেম-পারাবারে প্রেমোল্লাসে সন্তরণ করিতেছি। তোমরা আমার প্রতি রুষ্ট হইও

না। প্রিয়া কি কখন প্রিয়ের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে? সুদৃঢ় সংসারবন্ধন নিঃশেষে ছেদন করিয়া তোমরা আমার প্রতি যে প্রেমপ্রণিধান করিয়াছ, দেবতার পরমায়ু লাভ করিলেও আমি তোমাদের সেই প্রেমের প্রতিদান করিতে পারিব না। তোমাদের প্রেমের ঋণ পরিশোধ করিতে পারি, আমার সে শক্তি কোথায়? তোমাদের এই সাধুকর্ম্মের সমীচীন ফল তোমরা স্বয়ং প্রাপ্ত হইবে।

---

(৫)

ভগবানের মুখে ঈদৃশ মধুর বচন শুনিয়া এবং তদীয় অঙ্গাশ্লেষলাভ করিয়া ব্রজরমণীগণের মনোরথ পূর্ণ হইল ও তাঁহাদের বিরহতাপ বিদূরিত হইল। তখন তাঁহারা যমুনা-তটে প্রেমাকুলচিত্তে পরস্পর বাহুবন্ধন করিয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্রীগোবিন্দ ঐ তদ্গতপ্রাণ রমণীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় নিরত হইলেন। যোগেশ্বর যোগপ্রভাবে দুই দুই গোপীর মধ্যে মদনমোহনরূপে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রজবধূগণের কণ্ঠাশ্লেষ করিলেন, আর তাঁহারা বৃত্তাকারে অবস্থানপূর্ব্বক প্রত্যেকে মনে করিতে লাগিলেন, যে আমার প্রেমাধার, হৃদয়রঞ্জন হরি আমারই নিকটে রহিয়াছেন। ভগবান্ প্রতিজনের

কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াও গোপীমণ্ডলের কেন্দ্রস্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া অগণন হৈমমণিবলয়িত ইন্দ্রনীলের শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে রাসোৎসব আরব্ধ হইল। ব্রজদেবীগণ মুরারির সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। নর্ত্তনাবেশে তাঁহাদের ভূষণশিঞ্জনে, নূপুরনিক্কণে, কিঙ্কিনী-ক্কণনে রাসমণ্ডল তুমুল-দিব্যনিনাদপূর্ণ হইয়া উঠিল; রাসমাধুরী দর্শন করিবার নিমিত্ত দেবগণ জায়াসমভি-ব্যাহারে আবির্ভূত হইলেন। নভোমণ্ডল শত শত দেববিমানে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। অগণিত দুন্দুভি ধ্বনিত হইতে লাগিল ও অবিরল পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বদম্পতিগণ গোবিন্দের যশোগান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রণয়িনীগণ অনুরাগভরে নৃত্যগীত করিয়া রাসরস পান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চরণ চলিতেছে, বাহু হেলিতেছে, কটি দুলিতেছে, নিতম্ব নাচিতেছে, কুচগিরি কাঁপিতেছে, ভ্রূদ্বয় খেলিতেছে, কুণ্ডল নড়িতেছে, অধর হাসিতেছে, কবরী খসিতেছে, মেখলা ছিঁড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ ঝরিতেছে; অখিল বিশ্ব তাঁহাদের অপূর্ব্ব নটনলাস্যে, মধুর হাস্যে, গীতিকলা-বিলাসে মাতিয়া উঠিয়াছে। রাসমণ্ডলে কৃষ্ণাশ্রিতা গোপীমণ্ডলী নবীন নীরদচক্রে বিদ্যুন্মালার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

কোন ব্রজযোষিৎ কৃষ্ণের কণ্ঠনিনাদ পরাভূত

করিয়া রাগভরে স্বীয় স্বর উন্নীত করিলেন; তচ্ছ্রবণে শ্রীগোবিন্দ পরম প্রীত হইয়া সাধুবাদপ্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। শ্রীহরির প্রসাদসন্দর্শনে ঐ ব্রজরামা ধ্রুবতালযোগে স্বরোন্নয়ন করিলে, নন্দকুমার তাঁহাকে বহুমান প্রদান করিলেন। নটনাবেশে কোন রমণীর বলয় ও মল্লিকাস্রক্ শিথিল হইয়া পড়িল; তিনি শ্রমখিন্নদেহে স্বীয় ভুজবল্লী দ্বারা পার্শ্বস্থ পরমেশের স্কন্ধ বেষ্টন করিলেন। কেহ বা আপন কণ্ঠসংলগ্ন শ্রীহরির চন্দনচর্চ্চিত বাহুর সৌরভাঘ্রাণে পুলকিত হইলেন এবং প্রফুল্লমনে মুরারির করকমল চুম্বন করিলেন। কোন রমণীর দোদুল্যমান কর্ণকুণ্ডলের প্রভায় কৃষ্ণের কপোল প্রদীপ্ত হইলে, তিনি প্রেমবশে তদুপরি স্বকপোল বিন্যস্ত করিলেন; আর রাসেশ্বর রাগভরে অধরে অধর মিলাইয়া তাঁহাকে স্বীয় শ্রীমুখের তাম্বূল প্রদান করিলেন। মঞ্জীর ও মেখলার নিস্বনে রাসমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে কোন রামার শ্রমখেদ উপস্থিত হইলে, অবসাদে তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল; হৃদ্কম্প নিবারণের নিমিত্ত তিনি পরমসুখাবহ হরির করকমল স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন।

এইরূপে শ্রীবল্লভকে কান্তরূপে পাইয়া, তাঁহার আশ্লেষে কৃতার্থ হইয়া, গোপীগণ নাচিয়া গাহিয়া

রাসবিহার করিতে লাগিলেন। বিহারসময়ে তাঁহাদের মুখমণ্ডলে দিব্যকান্তি স্ফুরিত হইল। রত্নকুণ্ডল দুলিয়া, চূর্ণকুন্তল কাঁপিয়া ও স্বেদমৌক্তিকদল কপোল আপ্লুত করিয়া, তাঁহাদের মুখমণ্ডলের দিব্যদ্যুতি বর্দ্ধিত করিল। শিরঃশোভন কবরীভার শিথিল হইল, বেণীর কুসুমদাম খসিয়া পড়িল। অলিকুল মকরন্দ-সমাকুল হইয়া ঝঙ্কার করিতে লাগিল। সমগ্র রাসগোষ্ঠী অনির্ব্বচনীয় সুষমার আশ্রয় হইল। গোপীগণ রসোল্লাসে মত্ত হইয়া নটবরের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানও ব্রজসুন্দরীগণের মুখ চুমিয়া, বুক আশ্লেষিয়া, কর মর্দ্দিয়া, কটাক্ষ হানিয়া, ললিত হাসিয়া, মধুর গাহিয়া, বেণু বাদিয়া রমণ করিতে লাগিলেন। গোপীবৃন্দ ভগবানের হ্লাদিনীনাম্নী স্বরূপশক্তির সংহতি; প্রত্যেক গোপবালা ভগবানের প্রতিমূর্ত্তিভূতা কান্তারূপা হ্লাদিনীকলা। গোপী-গোবিন্দের রাসবিহার শক্তি-শক্তিমানের অন্যোন্য চিন্ময় কেলিবিলাস ও রসাস্বাদন। মুকুর-বেষ্টিত বালক যেমন তৎপ্রতিফলিত স্বকীয় প্রতিবিম্বনিচয়কে নর্ত্তিত করিয়া মনের উল্লাসে স্বয়ং নৃত্য করে, কৃষ্ণ সেইরূপ রাসমণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থানপূর্ব্বক স্বরসময়ী প্রতিগোপীকে নাচাইয়া স্বয়ং নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীহরির অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়া প্রেমানন্দরসে ব্রজদেবীগণের হৃদয় ও ইন্দ্রিয়নিকর

সমাকুল হইল, তাঁহাদের কেশরাশি এলাইয়া গেল, দুকূল খসিয়া পড়িল, কুচভারে কঞ্চুলী বিদীর্ণ হইল, চারু কুসুমহার ও আভরণ ধরায় বিস্রস্ত হইল। নটনাবেশে কৃষ্ণকান্তাগণের দেহজ্ঞান রহিল না। রাধাকান্তের নয়নমনোহভিরাম রাসক্রীড়া দেখিয়া দেববনিতারা স্মরাতুর ও মুগ্ধ হইলেন . নীলনভোমণ্ডলে তারকাপরিবৃত সুধাকরও বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া শ্লথগতি হইলেন। ভগবান্ আত্মারাম হইয়াও গোপিকাদিগের সংখ্যানুসারে যোগলীলায় বহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সহিত রমণবিহার করিতে লাগিলেন। বিহারশ্রমে কান্তাগণ ক্লান্তি অনুভব করিলে. করুণাময় স্বকীয় ক্ষেমঙ্কর করকমলে তাঁহাদিগের মুখকমল প্রীতি সহকারে মার্জ্জন করিয়া দিলেন। কাঞ্চনকুণ্ডল ও কৃষ্ণকুন্তলের স্পন্দনপ্রভায় গোপীগণের গণ্ডশ্রী বর্দ্ধিত হইল, অধরের হাস্য-হিল্লোলে সুধাসরিৎ প্রবাহিত হইল, নয়ন-কোণের কটাক্ষ-চাতুরী মাধুরী-বিকিরণ করিল। ব্রজমোহনের কররুহ-সম্পর্কে তাঁহাদের হৃদয়ে প্রমোদ-সিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাঁহারা মধুর-তানে প্রেমিক-প্রবরের লীলাগান করিয়া তাঁহাকে সম্মানদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর হরি লাস্যশ্রমের উপশমনার্থ ব্রজ-রামাদিগের সহিত যমুনাজলে প্রবেশ করিলেন এবং মদমত্ত বারণবর যেরূপ বপ্রবিদারণ করিয়া করেণু-

নিকরের সহিত জলক্রীড়া করে, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ লোকবেদ-মর্য্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত জলকেলি করিতে লাগিলেন। গোপবালাদিগের সকুঙ্কুম কুচকলসে যে কুসুমমালা বিলম্বিত ছিল, উহা নৃত্যকালে কৃষ্ণাশ্লেষসম্মর্দ্দিত হওয়ায়, কুঙ্কুমরঞ্জিত পুষ্পদাম হইতে উড়িয়া, অলিকুল গীতকুশল গন্ধর্ব্বরাজগণের ন্যায় গুঞ্জনগীতি করিতে করিতে, কালিন্দীকমলমগ্ন কেশবের অনুসরণ করিল। জলমধ্যে যুবতিগণ প্রহসিতমুখে নীরাঞ্জলিদ্বারা মুরারির পরিষেক করিলেন এবং তৎসঙ্গে হৃদয়ের প্রেমরসবন্যায় তাঁহাকে প্লাবিত করিলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ কুসুমবর্ষণ করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। আত্মরতি গোপীশ্বর প্রমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় জলবিহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান্ জলবিহার সম্পন্ন করিয়া পুনরায় প্রমদাগণের সহিত কৃষ্ণাতটবর্ত্তী কুঞ্জকাননে আগমন করিলেন। ভৃঙ্গপঙ্‌ক্তি ঝঙ্কার করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করিল। সুখস্পর্শ সমীরণ স্থলজ ও জলজ কুসুমদামের সৌরভ বহন করিয়া, ধীরতরঙ্গে তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল। অনঙ্গমোহন পুনরায় ব্রজাঙ্গনাদিগের সঙ্গে, করিনী-পরিবৃত মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সত্যকাম, আত্মরতি ভগবান্ পরমপ্রীতিমতী

ব্রজবালাদিগের সহিত রমণ করিয়া, পূর্ণচন্দ্রোজ্জ্বলা, উজ্জ্বলরসাশ্রিতা শারদযামিনী যাপন করিয়াছিলেন। রমণকালে ভগবানের সৌরত অর্থাৎ চরমধাতু, আর গোপীগণের সুরতানুকূল হাবভাবাদি স্বরূপে অবরুদ্ধ ছিল। শ্রীরাসহল্লীষে অণুমাত্র কন্দর্পের প্রভাব ছিল না। মদনমোহনরূপে শ্রীভগবান্ রাসমণ্ডলে আপনার রিরংসা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতএব রাস কামগন্ধহীন ও দেহেন্দ্রিয়সম্পর্কবর্জ্জিত।

ভগবান্ ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা। তাঁহার অবতরণ ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মের নিরসনের জন্য। তিনি আপ্তকাম হইয়া যে, পরদারাভিমর্ষণরূপ ধর্ম্ম-প্রতীপ গর্হিত কর্ম্ম করিবেন, তাহা কন্দর্পকলুষিত জীবের মোহগ্রস্ত চিত্তের সংশয় মাত্র। রাসে কৃষ্ণ কামপরবশ, ইহা অবিদ্যাবিমূঢ়ের উৎকট ধারণা।

যাঁহাদের কর্ম্ম স্বতন্ত্র, যাঁহারা দেহাদিপরতন্ত্র বা আসক্তির বশীভূত নহেন, তাঁহারা ঈশ্বর অর্থাৎ পরম-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া খ্যাত। ঈশ্বর তেজীয়ান্ সিদ্ধপুরুষ। তাঁহাদের কোন কোন কর্ম্ম ধর্ম্মব্যতিক্রমসূচক, দুঃসাহসিক বা প্রবৃত্তিমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, তাহাদের সেই সেই কর্ম্ম দোষাবহ নহে। সমলপদার্থ-সম্পর্কে সর্ব্বভুক্ অনলের যেরূপ কোন কালে পাবকতার প্রচ্যুতি ঘটে না, সেইরূপ জ্ঞানাদিশক্তিমান্ তেজস্বী

ঈশ্বরগণের কোন কর্ম্মই জগতের অহিতসাধক নহে। ঈশ্বরগণ জগৎকল্যাণার্থ আবির্ভূত হয়েন ও তাঁহাদের তেজঃপুঞ্জ সর্ব্বদোষ নিরাকৃত করে। ঈশ্বরদিগের যে কর্ম্ম ধর্ম্মবিরুদ্ধ, শাস্ত্রগর্হিত বলিয়া মনে হইবে, অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদিপরতন্ত্র, কর্ম্মাসক্ত, জ্ঞানাদিশক্তিহীন জীব কখন মনেও সে কর্ম্মের আচরণ করিবে না। মূঢ়তা-বশতঃ ঈশ্বরদিগের অনুকরণে ধর্ম্মের লঙ্ঘন করিলে, নিশ্চয়ই তাহার বিনাশ ঘটিবে ও জগতের অকল্যাণ সাধিত হইবে। রুদ্রত্বলাভ না করিয়া, যদি কেহ গরলাশনে উদ্যত হয়, তাহার মৃত্যু কে নিবারিত করিতে পারে? প্রজাপতির দুহিতৃভোগলালসা, বাসবের গুরু-ভার্য্যাসক্তি, চন্দ্রের তারাহরণ, গাধিজের স্বর্গ টীবিহার প্রভৃতি তেজঃসম্পন্ন ঈশ্বরের ধর্ম্মব্যতিক্রমের নিদর্শন। অজ্ঞানবিধুর, অনীশ্বর জীব কদাপি অহঙ্কারবশে উহার অনুকরণ করিবে না। ঈশ্বরদিগের চিত্তে অহঙ্কৃতির লেশমাত্র নাই, দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মভান নাই, সেইজন্য তাঁহাদের কর্ম্মসকল ফলসম্পর্কহীন। ঈশ্বরগণ কর্ম্মবন্ধ-শূন্য, সত্যবাক্; সত্যবাকের আদেশবাণী চিরক্ষেমঙ্করী। ঈশ্বরের আদেশলঙ্ঘন করিয়া, মোহবশে আচরণমাত্রের অনুসরণ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ও সর্ব্বনাশের হেতু। শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তি কেবলমাত্র ঈশ্বরদিগের আজ্ঞানুমোদিত আচরণ করিবেন। অহন্তাপরিহীন ঈশ্বরদিগের ধরায়

অবস্থান ও কুশলাকুশল আচরণ প্রারব্ধক্ষয়ের জন্য, সে আচরণে অর্থানর্থ কিছুই নাই। তাহাই যদি হয়, তবে যিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশিতা, সুর-নর-তির্য্যগাদি অখিল প্রাণীর একমাত্র নিয়ন্তা, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পাপপুণ্যসম্বন্ধ কোথায়? যাঁহার পাদপদ্ম-রেণুর সেবায়, ভক্তগণ পরিতৃপ্তি লাভ করেন, যাঁহার শ্রীচরণধ্যানে যোগিগণ সমাধিস্বীকাব করেন এবং সর্ব্ব-বন্ধনির্ম্মুক্ত হইয়া জগন্মণ্ডলে স্বৈরবিহার করেন, সেই স্বেচ্ছাবিগ্রহধারী শ্রীভগবানের বন্ধ কিরূপে হইতে পারে? যিনি গোপগোপীপ্রভৃতি নিখিল দেহীর অন্তর্য্যামী, যিনি কল্যাণগুণনিবহের খনি, যিনি সর্ব্বসাক্ষী, তিনি ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্ত অপূর্ব্ব-লীলাবিগ্রহধারণপূর্ব্বক বিবিধ আনন্দ-কেলি করিয়া থাকেন। এই লীলার মাধুর্য্যগুণে, লীলা-রসের আস্বাদনে, লীলাকথাশ্রবণে, অতিবহির্ম্মুখ জীবও ভগবৎপরায়ণ হয়। এই লীলায় মদনের প্রভাব নাই, আসক্তির সম্পর্ক নাই, বিষয়ের সঙ্গ নাই। এ লীলা দেহেন্দ্রিয়প্রমুখ ছার জৈব লীলা নহে। মহা-যোগেশ্বর, যোগমায়ার আশ্রয়ে, এই লীলা করিলেন, আর ঐ মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া ব্রজবাসিগণ মনে করিল যে তাহাদিগের নিজ নিজ পত্নী তাহাদিগেরই পার্শ্বে রহিয়াছে। অতএব তাহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

অসূয়াপ্রদর্শন করে নাই, হরির প্রতি কাহারও প্রীতির চ্যুতি ঘটে নাই। এইরূপে রাসরমণানন্দে প্রেমময় হরি রজনীযাপন করিলেন এবং ব্রাহ্মক্ষণের আগমনে তিনি আত্মপ্রিয়া গোপীদিগকে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিতে আদেশ করিলেন। ভগবৎপ্রিয়াগণের প্রিয়সঙ্গ-পরিহারের ইচ্ছা না থাকিলেও, তদীয় বচন লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, তাঁহারা আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ব্রজললনাগণের সহিত রসিকশেখরের এই রাসলীলা যিনি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন, অথবা অনুরাগভরে কীর্ত্তন করেন, ভগবানে তাঁহার পরা ভক্তির উদয় হয়। তিনি ভগবানের চরণকমলে শরণ লাভ করিয়া অচিরে কামরূপ হৃদ্‌রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং তাঁহার ধীর হৃদয় প্রেমামৃত-রসধারায় আপ্লুত হয়। শ্রীভগবানের শ্রীরাসলীলা কামবিজয়-লীলা। এই রাসলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলও মন্মথ-বিজয় ও প্রেমভক্তিলাভ।

-*:*-

"নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥"

শ্রীশ্রীরাসলীলা।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান।

শ্রীবাদরায়ণির উক্তি।

রমণ-যোগ্যা শারদ-রজনী,
বিকচ-মল্লী-মোদিত বন।
নেহারি বৃন্দাবিপিনবিলাসী
হরির হইল রমণে মন॥ ১॥

ইন্দু উদিল, চন্দ্রিকারাগে
উজলি পূর্ব্ব আশার মুখ।
পাশরি দ্বন্দ্ব, জীব-কদম্ব
লভিল হৃদয়ে পরম সুখ॥ ২॥

নবকুঙ্কুম-অরুণ-বর্ণ
পূর্ণ তারকা-পতিরে হেরি।
যোগমায়া ধরি, রমণাকাঙ্ক্ষী
বংশী-নিনাদ করিলা হরি॥ ৩॥

মন্মথ-মনো-মন্থন-কর-
বেণু-মাধুর্য্য-মোহিত-মনে।
ক্ষিপ্র-গমন-লোল-কুণ্ডলা
ব্রজবালা সবে ছুটিল বনে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ-রুচিত-কুঞ্জ-কাননে
রমণোল্লাস-মথিত-হৃদে।
আরাব-লক্ষ্যে আভীর-কন্যা
আসিয়া উদিল ত্বরিতপদে ॥ ৫ ॥

বাঁশরী-মত্ত-হৃদয়ে চলিল
দোহনকৃত্য ত্যজিয়া কেহ।
চুল্লী উপরে দুগ্ধ-পাত্র
ধরিয়া কেহ বা ছাড়িল গেহ ॥ ৬ ॥

গোধূম-কণার অন্ন-পচনে
আছিল নিরত কেহ বা গৃহে।
অর্দ্ধপক্ক অন্ন তেয়াগি,
নিক্কণ শুনি ছুটিল মোহে ॥ ৭ ॥

উৎসুক-মনে কেহ বা ধাইল,
ত্যজিয়া স্বজনে আহার-দান।
মুরলীর টানে, কেহ বা ছুটিল,
হেলিয়া শিশুর দুগ্ধ-পান ॥ ৮ ॥

পতিশুশ্রূষানিরতা রমণী
ত্যজি পতিসেবা ছাড়িল বাস।
অশন-কৃত্য-ব্যাপৃতা কামিনী
ধাইল ফেলিয়া মুখের গ্রাস॥ ৯॥

চন্দনরসে সিঞ্চিয়া তনু,
নিরত আছিল রচিতে বেশ।
বাঁশরীর তান, হরিল পরাণ,
প্রসাধন তার হ'ল না শেষ॥ ১০॥

কেহ বা রঙ্গে, ভাব-তরঙ্গে,
দিতেছিল চোখে কাজল-রেখা।
বেণুগীত শুনি, ছুটিল অমনি,
কাজল-শলাকা হ'ল না রাখা॥ ১১॥

ঘনরোলে বাজে কেশবের বেণু,
আবাহিয়া ব্রজরমণীগণে।
ত্যজি লাজভয়, গোপিকা-নিচয়,
আলুথালু বেশে, ছুটিল বনে॥ ১২॥

কলনাদে স্বনে মোহন মুরলী,
হরিয়া সুতানে গোপীর প্রাণ।
খসিছে বসন, খসিছে ভূষণ,
ছুটিছে গোপিকা পাশরি মান॥ ১৩।

নিবারিল পতি, নিবারিল পিতা,
নিবারে যতেক স্বজনগণ।
কে শুনিবে মানা, ভুলেছে আপনা,
মুরারি তাদের হ'রেছ মন॥ ১৪॥

রহি অবরোধে কেহ বা রমণী
নারিয়া যাইতে বিপিন-মাঝে।
মাধব-চিন্তা-মীলিত-নয়নে
ধেয়ানে হৃদয়ে রসিক-রাজে॥ ১৫॥

প্রেষ্ঠ-বিরহ-তীব্র-পাবকে,
দগ্ধ তাদের অশুভ-চয়।
ধেয়ানে কৃষ্ণ-আশ্লেষ-লাভে,
শুভ-সংহতি হইল ক্ষয়॥ ১৬

জার-বোধে হরি-সঙ্গম লাভে,
বন্ধন-রাশি হইল ক্ষীণ।
গুণময় তনু তেয়াগি সদ্যঃ,
গোপিকা-নিবহ কেশবে লীন॥ ১৭

শ্রীপরীক্ষিতের উক্তি।

কান্ত বলিয়া জানিয়া কৃষ্ণে,
কেমনে গোপীর গুণের রোধ।
গুণ-সংপ্লুত-গোপিকা-চিত্তে
না ছিল কৃষ্ণে ব্রহ্ম-বোধ॥ ১৮॥

শ্রীশুকদেবের উক্তি।

লভিল সিদ্ধি শিশুপাল যদি
বিদ্বেষ করি কেশব সাথে।
কেশবের প্রিয়া সিদ্ধি লভিবে
কিবা সন্দেহ বলহে ইথে॥ ১৯॥

ব্যয়-বর্জ্জিত, অমেয়, অগুণ,
গুণনিয়ন্তা, শ্রীভগবান্।
জীব-সংহতি-কল্যাণ-হেতু,
নটনাথরূপে প্রকাশমান॥ ২০॥

কাম, ক্রোধ, ভীতি, মমতা, ভকতি,
অথবা সখ্যে ভজিবে যেই।
নিখিল দ্বন্দ্ব ঘুচিবে তাহার,
হরিময় সদা হইবে সেই॥ ২১॥

নিখিল বিশ্ব লভয়ে মুক্তি,
করি যে অঙ্ঘ্রি-কমল-সেবা।
যোগেশেশ্বর অজ ভগবানে
বিস্ময়-হেতু আছে হে কিবা॥ ২২॥

ভগবান হরি, যত ব্রজনারী
আগত নেহারি কুঞ্জবনে।
সুমধুর-বাণী বিন্যাস-পটু
বচন-বিলাসে বিমোহি ভণে॥ ২৩॥

শ্রীভগবদ্বাণী।

এস এস সবে, সুভগা রূপসী,
ব্রজের সকলে আছে তো ভাল।
কহ কিবা আমি সাধিব কুশল,
আগমন–হেতু, বল হে বল॥ ২৪॥

ভীষণা রজনী, ভীষণ-ভীষণ-
জীবসংহতি-সেবিত-বন।
তোমরা রমণী, কেমনে রহিবে?
ব্রজে কর সবে প্রতিগমন॥ ২৫॥

মাতা, পিতা, পতি, সোদর, তনয়,
তোমা সবে এবে না দেখি গৃহে।
সভয় পরাণে খুঁজিছে সবাই,
হেথায় থাকা তো উচিত নহে ॥ ২৬ ॥

ফুল্ল-কুসুম-গন্ধ-মোদিত,
রাকা-মৃগাঙ্ক-কিরণ-মাখা।
যমুনা-সমীর-কম্পিত-তরু-
মণ্ডিত-বন হয়েছে দেখা ॥ ২৭ ॥

এবে যাও সবে, গোষ্ঠে ফিরিয়া,
কর পতিসেবা, তোমরা সতী।
কাঁদিছে বৎস, বালকবৃন্দ,
দুগ্ধ-প্রদানে, হও লো ব্রতী ॥ ২৮ ॥

সংযতমনে, আসিয়া কাননে,
প্রকাশি পীরিতি আমার প্রতি।
যুক্ত কর্ম্ম সাধিয়াছ সবে,
আমারে সবাই করয়ে প্রীতি ॥ ২৯ ॥

সরল-চিত্তে পতি-শুশ্রূষা,
স্বজন-সংঘ-সেবন আর।
প্রিয়-সন্ততি-লালন-পালন,
সতী রমণীর ধরম-সার ॥ ৩০ ॥

দুঃশীল, রোগী, দুর্ভগ, জড়,
পলিত-চিকুর, অথবা দীন।
পতিরে নিয়ত অর্চ্চিবে সতী,
পতি—পতিহার অসমীচীন ॥ ৩১ ॥

স্বর্গ-বাসনা থাকে যদি হৃদে,
কর অকাতরে পতির সেবা।
সুকৃতির গীতি ত্রিলোকী গাহিবে,
ক্ষিতি আলোকিবে যশের প্রভা ॥ ৩২

কুল-ললনার পরকীয়সেবা,
চির প্রতিকূল, ত্রিদিবলাভে।
যাবে কুলমান, হবে ম্রিয়মাণ,
গুরু কলঙ্ক রটিবে ভবে ॥ ৩৩ ॥

আমার ধেয়ানে, নামের শ্রবণে,
মম গুণ-গানে, যাদৃশী প্রীতি।
মম সহবাসে, নাহি সে বিলাস,
যাও গৃহে ফিরি ত্বরিত গতি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীশুকদেবের উক্তি।

অপ্রিয় বাণী, শ্রীহরির মুখে,
শুনিয়া আভীর-কামিনীগণ।
গভীর-চিন্তা-সাগরে ডুবিল,
বিষাদে তাদের ভাঙিল মন॥ ৩৫ ॥

শোকভারে এবে আনতবদন,
ঘন ঘন বহে দীরঘ শ্বাস।
বিম্ব-সদৃশ অরুণ-কান্তি
অধরের রাগ হইল হ্রাস॥ ৩৬ ॥

অবিরল ধারে, নয়ন-আসার,
মসীলেখা লয়ে, ছুটিল বুকে।
নিবারিল কুচ-কুঙ্কুম-ভাতি,
উরুদুখে ভাষা সরে না মুখে॥ ৩৭ ॥

যার প্রেমে মাতি, নিখিল যুবতি,
অবাধে তেয়াগি অখিল কাম।
এসেছে কাননে, আকুল পরাণে,
বেণু-গীতি শুনে মনোঽভিরাম॥ ৩৮ ॥

সেই প্রিয়তম শ্রীহরির মুখে,
নিদারুণ বাণী শুনিয়া তা'রা।
ঈষৎ—কুপিত—হৃদয়ে কহিল,
মুছি অনুরাগে নয়নধারা ॥ ৩৯ ॥

শ্রীগোপীগণের উক্তি।

এ হেন ভীষণ, কঠোর বচন
সাজে না সাজে না, তোমাতে হরি।
তেয়াগি সরব বিষয়—বিভব,
ধরেছি তোমার চরণ-তরী ॥ ৪০ ॥

ছাড়ি সব আশা, বিষয়-লালসা,
এসেছি আমরা চরণ-মূলে।
কঠিন বচনে, ভেদিয়া মরমে,
ভাসায়োনা হরি নয়ন-জলে ॥ ৪১ ॥

তোমারি লাগিয়া এসেছি আমরা,
তুমি কেন বল দারুণ কথা।
অখিলের সার, তুমি প্রিয়তম,
রমণী আমরা, দিও না ব্যথা ॥ ৪২ ॥

মুক্তি-প্রয়াসী জনেরে যেমতি,
আদিদেব করে মুক্তি দান।
স্বেচ্ছাবিলাসী, তুমি গোবিন্দ,
ত্যেজ না মোদের, রাখহ মান ॥ ৪৩ ॥

"পতি-সুত-সেবা নারীর ধর্ম্ম"
শ্রীমুখে শুনিনু ধরমবাণী।
নিখিল-ধর্ম্ম-বেত্তা মুরারি,
সে বাণী সত্য করিয়া মানি ॥ ৪৪ ॥

সবাকার তুমি ভরণকর্ত্তা,
তুমি সবাকার পরম ধন।
তোমারি সেবায় সবাকার সেবা,
শরীরীর তুমি, আপন জন ॥ ৪৫ ॥

শাস্ত্রকুশল ধার্ম্মিকে করে,
প্রিয়তম তুমি, তোমাতে রতি।
পতি সুত আদি প্রদানে আর্ত্তি,
সে সবাতে হরি আছে কি প্রীতি ॥ ৪৬

হায় কতকাল ধরিতেছি আশা,
ছিঁড়ো না হরি সে আশার মূল।
বিতর করুণা, কমলনয়ন!
হেনো না মোদের হৃদয়ে শূল ॥ ৪৭ ॥

পতি-সুত-আদি—স্বজন-সেবায়,
করেছিনু মোরা মনোনিবেশ।
আছিনু সকলে গৃহকাজে রত,
ভ্রমে এতদিন হে পরমেশ ॥ ৪৮ ॥

তুমি তো মুরারি! মন নিলে হরি,
কাননে ফুকারি মোহন বেণু।
তোমারি আশায়, এসেছি ছুটিয়া,
নিরাশ ক'রো না নিঠুর কানু ॥ ৪৯ ॥

তোমারি চরণে লয়েছি শরণ,
তোমারে করেছি জীবন-সার।
তোমারে ত্যজিতে, না সরে চরণ,
ব্রজেতে ফিরিয়া কি হবে আর ॥ ৫০

ঢালিয়া মধুর অধরের সুধা,
তুলেছ যে মধু-মুরলী-তান।
ভুবন উজলি, মধুর হসনে,
হেনেছে যে হৃদে নয়ন-বাণ ॥ ৫১ ॥

সে তানে, সে বাণে, মোদের পরাণে,
জ্বেলেছ যে গুরু মদনানল।
সাদরে বিতরি, করুণার বারি,
সে কৃশানু কান্ত! কর শীতল ॥ ৫২ ॥

আর যদি শ্যাম, হও তুমি বাম,
বিরহ-দহনে দহিয়া তনু।
নিরবধি মোরা তোমারি ধেয়ানে,
হয়ে রব তব চরণ-রেণু ॥ ৫৩ ॥

যে পদ-কমল সেবনের আশে,
নিয়ত আকুলা কমলালয়া।
যে পদ-কমল-প্রসাদের গুণে,
বিগলিত ব্রজবাসীর হিয়া ॥ ৫৪ ॥

যে অবধি মোরা, ভুবনরমণ!
ও রাঙা চরণ ছুঁইনু করে।
সে অবধি আর, কাহারো সমীপে,
রহিবারে নারি, ক্ষণেক তরে ॥ ৫৫ ॥

সুর-সংহতি-সেবিতা কমলা,
উরসে তোমার করিয়া বাস।
তেয়াগিতে নারে, ত্রিলোকীপাবন-
শ্রীচরণরেণু-কণিকা-আশ ॥ ৫৬ ॥

যে চরণ-রেণু জগতের সার,
যে রেণুর প্রেমে তুলসী মজে।
যে রেণুর গুণে মুগ্ধ ভুবন,
শরণ লইনু সে পদ-রজে ॥ ৫৭ ॥

হৃদয়ে ধরেছি, বর-অভয়দ—
পদ-কোকনদ-সেবন-সাধ।
বিতর প্রসাদ, দিও না বিষাদ,
সে সাধে মোদের সেধ না বাদ॥ ৫৮

প্রেম-কটাক্ষে জ্বালি কামানল,
সুমধুর হাসি, পরালে ফাঁসি।
দেখ না তাপিত, আমাদের চিত,
শ্রীচরণে এবে কর হে দাসী॥ ৫৯॥

নেহারি বদনে অলকের শোভা,
কুণ্ডল-বিভা নেহারি কাণে।
নেহারি অধরে অমৃতের ধারা,
চটুল চাহনি নয়ন-কোণে॥ ৬০॥

নেহারি শ্রীমুখে হাসির লহরী,
শুনিয়া শ্রবণে বাঁশরী-তান।
নেহারি বিশাল শ্রীভুজমৃণাল,
স্মরিয়া তোমার রতিবিতান॥ ৬১॥

নেহারি শ্রীহরি উরস তোমার,
রমার পরম রমণাসন।
ত্রিলোক-তারণ চরণ-যুগলে
চিরদাসী মোরা ব্রজরতন॥ ৬২॥

ত্রিভুবনে হেন কে আছে রমণী,
শুনিয়া ললিত মুরলীরব।
মোহিত পরাণে, না সঁপে চরণে,
আপন ধরম করম সব ॥ ৬৩ ॥

বাঁশরীর ডাকে, রূপের ঝলকে,
ব্যাকুল যমুনা, ব্যাকুল ধেনু।
ব্যাকুল দ্রুকুল, খগমৃগকুল,
ব্যাকুল নিখিল পরম-অণু ॥ ৬৪ ॥

যথা আদিদেব, সুরলোক-ভীতি
নাশিতে করেন অবতরণ।
তেমতি ব্রজের আর্ত্তি হরিতে,
আসিয়াছ তুমি ব্রজ-জীবন ॥ ৬৫ ॥

চির কিঙ্করী, আমরা শ্রীহরি,
মনসিজ-তাপে বড় বিধুর।
করপঙ্কজ শির-উরসিজে,
ধরিয়া সে তাপ করহ দূর ॥ ৬৬ ॥

শ্রীশুকদেবের উক্তি।

করুণ বচন, করিয়া শ্রবণ,
মধুর হাসিয়া, শ্রীবনমালী।
গোপিকা বৃন্দে রমণানন্দ
প্রদানি আরম্ভে রমণকেলি ॥ ৬৭ ॥

যোগেশেশ্বর, রসিকশেখর,
কুঞ্জ-কানন করিয়া আলা।
যোগমায়া বলে, লয়ে গোপীদলে,
সাধে চিন্ময়-রমণ-লীলা ॥ ৬৮ ॥

রমণোল্লাসে, হাসে ব্রজবালা,
হাসে ব্রজবধূ-হৃদয়-চোর।
কুন্দ-কুসুম-দশন-দীধিতি
বিদূরিল বন-তিমির ঘোর ॥ ৬৯ ॥

ফুল্লবদনা আভীর-ললনা,
বেষ্টিল সবে রসিকরাজে।
লীনকলঙ্ক, যেন মৃগাঙ্ক,
রাজে অগণন তারকা মাঝে ॥ ৭০ ॥

বিকচ-কুমুদ-গন্ধ-সুরভি,
জললববাহী মৃদুল বায়।
লহরীধৌত, হিমসৈকত
যমুনাপুলিনে বহিল হায়॥ ৭১॥

শত-শত-নারী-পরিবৃত হরি
ধরি গলে বন-কুসুম-হার।
চিন্ময়-রতি-রমণ-বিলাসী
হরষে পশিল যমুনা-ধার॥ ৭২

গাহিল শ্রীহরি, গাহে ব্রজনারী,
কল কল নাদে যমুনা গায়।
গুঞ্জরে অলি, মঞ্জরে তরু,
প্রমোদের ধারা বহিয়া যায়॥ ৭৩

বাহু প্রসারিয়া কোন যুবতীরে
সমালিঙ্গন করিল হরি।
প্রেম-অনুরাগে, বিপুল-সোহাগে,
আদরিল কারে করেতে ধরি॥ ৭৪

পরম পীরিতি বিতরি মুরারি
মাতাইছে সবে রমণাবেশে।
প্রমোদরঙ্গে অলস অঙ্গ,
হৃদয় প্লাবিত হ্লাদিনী-রসে ॥ ৭৫

বৃন্দাবিপিন-চন্দ্রমা-চারু-
চন্দ্রিকারস করিয়া পান।
পুলকে গোপিকা-চিত্ত-চকোর
নাচিছে ভুলিয়া দেহের জ্ঞান ॥ ৭৬

কুঞ্চিত করি প্রসর ললাট,
হানিছে কুটিল ভ্রূকুটি-বাণ।
বেণুলাঞ্ছিত ওষ্ঠ অধরে
নটসম্রাট্ তুলিছে তান ॥ ৭৭

সাধিয়া এমতে গোপিকার চিতে
মন্মথ-মদ-উদ্দীপন।
রমনোন্মাদ বিতরে সবায়
প্রেমেতে মাতায়ে কুঞ্জবন ॥ ৭৮ ॥

প্রকৃতি-অতীত-নবীন-মদন-
সুরত-বিতানে মাতিয়া সবে।
সৌভগ-মদ-পূরিত হৃদয়ে
আপনারে বহুমানিনী ভাবে ॥ ৭৯ ॥

চিন্ময়-রতি-রস-হিল্লোলে,
রসরাজ গোপী-গরব হেরি।
সেই মদ-মান-প্রশমন আর
প্রসাদন তরে লুকাল হরি ॥ ৮০ ॥

শ্রীশ্রীরাসলীলা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ।

ভগবান্ অন্তর্হিত হলেন যখন,
সরলা ব্রজের নারী,
ব্রজরাজে নাহি হেরি,
বিরহ-সন্তাপে সবে হ'ল উচাটন,
না হেরিয়া যূথনাথে করিণী যেমন ॥ ১ ॥

হরির ললিত গতি, মধুর হসন,
সবিলাস নিরীক্ষণ,
মনোরম আলাপন,
বিহার-বিভ্রম-রস, মুরলী-বাদন
ব্রজগোপীনিচয়ের হ'রেছিল মন ॥ ২ ॥

বংশীধারী মুরারির রতি-রসাবেশে,
কৃষ্ণকেলি অনুকৃতি
করে যত ব্রজসতী,
কভু বা উদ্ভ্রান্ত-হৃদে আপনা সম্ভাষে—
"আমি তো শ্রীহরি, কোথা খুঁজিছে ব্রজেশে" ॥৩॥

তাহয়া দশদিক্ কৃষ্ণগুণগানে,
সবে পাগলিনীপ্রায়,
বন হতে বনে ধায়,
ব্যাকুল-পরাণে খোঁজে শ্রীমধুসূদনে,
কাতরে জিজ্ঞাসে তরুলতিকা-সদনে ॥ ৪ ॥

"হে অশ্বত্থ, ওহে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ আর,
বল হে মিনতি করি,
কোন্ দিকে গেছে হরি,
সে যে পলায়েছে লয়ে হৃদি মোসবার,
হাসিয়া মধুর হাসি, হানি আঁখিঠার ॥ ৫ ॥

"যার হাসি মানিনীর অভিমান হরে,
হে পুন্নাগ, কুরুবক,
আর তুমি হে চম্পক,
হে নাগকেশর, কেহ দেখেছ কি তারে ?
দেখ হে বিরহে তার পরাণ বিদরে ॥ ৬ ॥

"তুলসি ! তুই লো তার চরণের দাসী,
মত্ত অলিকুল সহ,
কৃষ্ণ তোরে অহরহঃ
আদরে সোহাগভরে, পীরিতি প্রকাশি,
বল না কল্যাণি ! কোথা গেল কালশশী ॥ ৭ ॥

"হায় হায় কোথা গেলে পাই মোরা তারে,
ও মালতি, ও মল্লিকে,
ওলো জাতি, ও যূথিকে,
মাধব তোদেরে কি লো ছুঁয়ে গেছে করে ?
তাই বুঝি অঙ্গে এবে সুধাধারা ঝরে ॥ ৮ ॥

"কদম্ব, রসাল, বিল্ব, জম্বু, কোবিদার,
বকুল, তমাল, তাল,
হে পনস, হে প্রিয়াল,
ওহে পরহিতকারী দ্রুম যত আর,
কালিন্দীর উপকূলে শোভার আধার ॥ ৯ ॥

"দেখেছ কি কোন্ পথে গেছে শ্যামরায় ?
অধরে বাঁশরী গায়,
বাজিছে নূপুর পায়.
মনোলোভা শিখিপাখা শোভিছে চূড়ায়,
হেন নব নটবরে দেখেছ কি হায় ॥ ১০ ॥

"কি তপস্যা করেছিস্ তুই লো ধরণি !
লভি তার পদসঙ্গ,
তোর কি লো এত রঙ্গ ?
চরণরেণুর প্রেমে তোর এ লাবণি ?
রেণুর গৌরবে আজি সেজেছিস্ রাণী ॥ ১১ ॥

"অথবা আজি লো হেরি তোর যে উৎসব,
বামন-মূরতি ধরি,
সর্ব্ব-রসাধার হরি,
চরণ রাখিয়া হৃদে, দেছে সে বিভব ;
চতুর চোরের ওলো কে বোঝে কৈতব ॥ ১২ ॥

"মিনতি করি লো তোরে, বল বসুন্ধরে !
ধরি কোল-কলেবর,
এল যবে নটবর,
সোহাগে রহিয়া তার দশনশিখরে,
তোর এ প্রমোদ কি লো হৃদয়-কন্দরে ॥ ১৩ ॥

"এ পথে গেছে কি কৃষ্ণ বল্ মৃগবালা ?
মিলিয়া প্রিয়ার সনে,
এসেছিল এই বনে ?
কণ্ঠে তার ছিল কি লো কুন্দফুলমালা ?
মালায় ছিল কি কুচ-কুঙ্কুমের লীলা ॥ ১৪ ॥

"কুন্দমালাগন্ধে মাতি বহে সমীরণ,
সৌরভে আকুল বন,
পুলকিত তোর মন ;
মোরা কিন্তু সহি গুরু বিরহ-বেদন,
বল্ মৃগি ! কোথা গেল ব্রজের জীবন ॥ ১৫ ॥

"গেছে কি এ পথে কৃষ্ণ, ওহে তরুদল!
প্রেয়সীর অংসোপরে,
স্থাপন করিয়া করে,
ঘুরায়ে মোহন ছাঁদে লীলাশতদল,
লীলায় মাতায়ে ক্ষিতি গগনমণ্ডল॥ ১৬॥

"এল কি তুলসীবাসী যত মধুকর,
প্রেমানন্দে মত্ত হ'য়ে,
কেশবের পাছে ধেয়ে,
চাহিল কি প্রেমনেত্রে নবীন নাগর?
কেশব কি করে গেল সবারে আদর॥ ১৭

"চল্ চল্ সবে যাই লতাবধূ ঠাঁই;
প্রেমাবেশে মত্ত হয়ে,
তরুবরে জড়াইয়ে,
পুলকিত হয়ে আছে, তারে লো সুধাই,
নখরে নিশ্চয় তারে ছুঁয়েছে কানাই॥ ১৮॥

উন্মাদিনী-প্রায় সবে আভীর-মহিলা,
এইরূপে শূন্য মনে,
খোঁজে কৃষ্ণে বনে বনে,
পরিশেষে সুগভীর হইয়া উতলা,
প্রেমভরে অনুকরে শ্রীহরির লীলা॥ ১৯॥

লীলায় পূতনা হ'য়ে কোন ব্রজাঙ্গনা,
শিশুকৃষ্ণ-গোপিকায়,
লীলাভরে স্তন দেয় ,
কাঁদিয়া শিশুর মত কেহ বা ললনা,
শকটরূপারে করে চরণ-তাড়না ॥ ২০ ॥

তৃণাবর্ত্ত-দৈত্যাচার করিয়া গ্রহণ,
কোন এক ব্রজসতী,
বাল্যলীলা-অনুকৃতি-
পরায়ণা গোপিকারে করিল হরণ ;
কেহ বা কিঙ্কিণীরোলে করিল রিঙ্গণ ॥ ২১ ॥

দুই গোপী হয় কৃষ্ণ, রেবতীরমণ ;
আর আর কতিপয়
রাখালবালক হয় ;
আর দুই বক বৎস অসুর ভীষণ,
কৃষ্ণরূপা করে দুই দনুজদলন ॥ ২২ ॥

আহ্বানে ধেনুর দলে ফুকারি বাঁশরী
গোপিকারমণ যথা,
জনেক রমণী তথা
বংশীরব করে কৃষ্ণ-কেলি অনুকারি,
"সাধু, সাধু" বলে আর যত ব্রজনারী ॥ ২৩ ।

কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা কোন সীমন্তিনী,
রাখিয়া আপন কর,
অন্যগোপী-অংসোপর,
বলিল ফেলিয়া তালে নিজ পা দুখানি,
"কৃষ্ণ আমি, দেখ মোর গতির লাবণি"॥ ২৪

"কি করিবে বৃষ্টিধারা, আর প্রভঞ্জন ;
না করিও হা হুতাশ,
আমিই নাশিব ত্রাস,
এই দেখ ধরিয়াছি গোবর্দ্ধন ;"
এত কহি কোন গোপী তুলিল বসন ॥ ২৫ ॥

আরোহি গোপিকা এক অন্য গোপীশিরে,
কহে কম্পি ওষ্ঠাধর,
"রে কালিয় বিষধর !
এখনি কালিন্দী ছাড়ি, চ'লে যারে দূরে ;
এসেছি দুষ্টের -বিধানের তরে" ॥ ॥

কৃষ্ণাবেশে কোন গোপী কহিল বচন—
"ওই দেখ দাবানল
দহিতেছে বনস্থল,
ত্বরা করি কর সবে নেত্র-নিমীলন,
এখনি করিব আমি মঙ্গল সাধন ॥ ২৭ ॥

যশোদার ভাব ধরি কোন ব্রজনারী,
ফুলমালা হাতে লয়ে.
বলে রোষ প্রকাশিয়ে,
"আয় বাঁধি তোরে কৃষ্ণ, দণ্ড দান করি,
ভাণ্ড ভাঙি আর ননী করিবি কি চুরি" ॥ ২৮ ॥

এত বলি সেই গোপী ব্যাকুল অন্তরে,
কৃষ্ণরূপা রমণীরে,
বাঁধিল কুসুম-হারে,
উদূখলরূপা আর গোপীর শরীরে,
কৃষ্ণরূপা গোপী ভয়ে বদন আবরে ॥ ২৯ ॥

সুধাইয়া কৃষ্ণকথা তরু লতিকায়,
কৃষ্ণকেলিপরায়ণা
বনে ফিরে ব্রজাঙ্গনা,
হরির পদাঙ্ক হেরি বনবীথিকায়,
সহসা কহিল সবে পুলকিত-কায় ॥ ৩০ ॥

"তারি লো পদাঙ্ক হেথা করিছে বিরাজ ;
কুলিশ, অঙ্কুশ, ধ্বজ,
যব আর কমলজ,
শোভিছে কেমন আহা চরণাঙ্ক-মাঝ ;
নিশ্চয় এ পথে ওলো গেছে রসরাজ" ॥ ৩১ ॥

পদচিহ্ন ধরি সবে করিল গমন,
বনপথে আগুসারি,
সহসা নয়নে হেরি,
মিলেছে হরির পায়ে রমণীচরণ,
হইল সবার মন বিষাদে মগন ॥ ৩২ ॥

কহিল মনের খেদে সকরুণ বাণী :
"কোন্ ভাগ্যবতী বালা,
ধরিয়া হরির গলা,
বিরলে বিহরে, যথা কুঞ্জর করিণী,
না জানি লো কেবা সেই নারীকুলরাণী" ॥ ৩৩

"নিশ্চয় করেছে সে লো গুরু আরাধনা,
তাই বুঝি ভগবান্,
তার প্রতি প্রীতিমান্,
বিজনে করিছে তার প্রণয়-বন্দনা,
প্রদানি মোদের হৃদে বিরহবেদনা" ॥ ৩৪ ॥

"কি পবিত্র হরিপাদপদ্মের পরাগ,
যাহারে কমলযোনি,
শিরে ধরে ভাগ্য মানি,
যে পরাগে গিরিশের গুরু অনুরাগ ;
ইন্দিরার হৃদে যাহে কতই সোহাগ" ॥ ৩৫ ॥

"নিভৃতে করিয়া চুরি গোপিকার ধন,
মধুময় আলাপনে,
যে মানিনী সঙ্গোপনে,
করে তার অধরের অমৃতসেবন,
তাহার চরণ-চিহ্ন দহিছে জীবন" ॥ ৩৬ ॥

পদাঙ্ক ধরিয়া ইথে চলে গোপীগণ,
বন হ'তে বনান্তরে
কৃষ্ণে অন্বেষিয়া ফিরে,
না হেরিয়া পথে আর রমণীচরণ,
করিতে লাগিল হেন কাতর বচন ॥ ৩৭ ॥

"রমণীর পদলেখা নাহি হেথা আর,
যিনি রক্ত শতদল,
সুকোমল পদতল,
হেরি তৃণাঙ্কুরে তার নির্ম্মম বিদার,
প্রিয়ারে তুলেছে অংসে যশোদাকুমার" ॥ ৩৮

"দেখলো, দেখলো, হেথা পদাঙ্ক গভীর ;
প্রেয়সীরে স্কন্ধে করি,
যাইতে যাইতে হরি,
নিশ্চয় নিতম্বভারে হয়েছে অধীর,
ঝরেছে হরির দেহে গুরু শ্রান্তিনীর" ॥ ৩৯ ॥

"অর্দ্ধ চরণের রেখা কর বিলোকন,
প্রিয়ারে থুইয়া হরি,
চরণাগ্রে ভর করি,
করেছে প্রিয়ার তরে কুসুমচয়ন,
সাজাইতে প্রেয়সীরে মনের মতন" ॥ ৪০

"নির্জ্জনে বসিয়া হেথা কৃষ্ণ গুণমণি,
সাদরে রাখিয়া বামে,
মদনমোহন ঠামে,
ধরিয়া প্রিয়ার কেশ বিনায়েছে বেণী,
মোহন চূড়াতে দেছে কুসুমের শ্রেণী" ॥ ৪১

শ্রীশুকদেবের উক্তি।

নারীর বিভ্রমে যাঁর নাহি মজে মন,
নিত্য যিনি আত্মারাম,
আত্মরতি পূর্ণ-কাম,
কেমনে হইয়া কাম-কেলি-পরায়ণ,
রমণীর সনে ইথে করিলা রমণ ॥ ৪২

"এ হেন সংশয় যেন না হয় সঞ্চার ;
কামীর দৈন্যের কথা,
রমণীর তুল্যাত্মতা,
প্রকাশিতে করে কৃষ্ণ লীলার প্রচার,
কামগন্ধহীন এই চিন্ময় বিহার ॥ ৪৩ ॥

এমতে চরণ-চিহ্ন করিয়া শরণ,
শ্যামল যমুনাতটে,
বনে বনে ছুটে ছুটে,
ব্রজের রমণী সবে করে বিচরণ,
কেশবের অদর্শনে হারায়ে চেতন ॥ ৪৪ ॥

তেয়াগি কাননে অন্য ব্রজসীমন্তিনী,
যে গোপীরে সাথে করি,
নির্জ্জনে আনিলা হরি,
অভিমানে সে রমণী হ'য়ে গরবিণী,
আপনারে ভাবে সর্ব্ব-নারী-শিরোমণি ॥ ৪৫ ॥

তাহার হৃদয়ে হ'ল গরব-সঞ্চার,
অভিমানে ভাবে বালা,
"মোর সনে কার তুলা ?
মজেছে আমারি প্রেমে যশোদাকুমার,
অন্য কারো নহে কৃষ্ণ শুধুই আমার"। ৪৬ ॥

"কামবশে আসিয়াছে অন্য গোপীগণ,
না আছে প্রেমের লেশ,
তাই হরি পরমেশ,
কানন মাঝারে সবে করিয়া বর্জ্জন,
একাকী বিজনে মোরে করিলা ভজন" ॥ ৪৭ ॥

হেন মতে নিজ মনে করিয়া চিন্তন,
রমণীর দুরাত্মতা
প্রকাশিল সে বনিতা ;
কৃষ্ণ সনে কিছু দূর করিয়া গমন,
মাতিয়া গর্ব্বের মদে কহিল বচন ॥ ৪৮ ॥

"অবশ আমার তনু দেখ প্রেমাধার !
চরণ চলে না আর,
ঝরে দেহে স্বেদাসার,
কেমনে যাইব, নাহি শকতি আমার,
লয়ে যাও মোরে যথা বাসনা তোমার" ॥ ৪৯ ॥

কামীর দৈন্যের কথা প্রকাশি ভুবনে,
পরিহাস-রসে হাসি,
কহিলেন ব্রজশশী,
"পেয়েছ বড়ই ব্যথা কোমল চরণে,
স্কন্ধে মোর উঠ এবে হরিণনয়নে ॥ ৫০ ॥

শুনিয়া হরির মুখে এ হেন বচন,
গুরু অভিমান ভরে,
ভুলিয়া সে আপনারে,
স্কন্ধ-আরোহণ তরে তুলিল চরণ,
অমনি লুকাল কোথা কমলনয়ন ॥ ৫১ ।

প্রাণসম ব্রজনাথে না হেরি নয়নে,
সৌভাগ্যের অহঙ্কার
চূর্ণ হয়ে গেল তার .
জ্বলিল হৃদয় গুরু-বিরহ-দহনে,
কাঁদিয়া কহিল সতী আকুল-পরাণে ॥ ৫২ ।

"কোথায় লুকালে নাথ ! হৃদয়রতন !
হা রমণ ! প্রিয়তম !
নয়নের আলো মম,
তেয়াগি দাসীরে কোথা করিলে গমন,
দেখা দিয়ে অধিনীর রাখহ জীবন" ॥ ৫৩ ॥

"তোমারি গরবে নাথ ! আমি গরবিণী,
আমার এ রূপরাশি,
তোমারি তো কালশশী !
[illegible] তোমারি নাথ ! আমি হে মানিনী,
[illegible] তুমি [illegible]" । ৫৪ ॥

"তোমার বাঁশীর স্বরে মনোবীণা মোর,
গরবে করেছে গান,
এবে তায় নাহি তান,
নীরব বীণার তন্ত্রী, হে নবকিশোর!
আমি যে কিঙ্করী হরি! ছিঁড়ো না সে ডোর" ॥৫৫॥

বিরলে বসিয়া ধনী বিষণ্ণ-অন্তরে,
কান্তের বিরহ-ভারে,
কাতরে বিলাপ করে,
এ হেন সময়ে আর গোপিকানিকরে,
আসিয়া উদিল সেই অরণ্যমাঝারে ॥ ৫৬ ॥

বিস্ময় মানিয়া সবে তাহার রোদনে,
সবে মিলি ধেয়ে যায়,
সাদরে সুধায় তায়,
"একাকী বসিয়া হেথা কেন লো ললনে?
অবিরল আঁখিজল ঝরিছে বদনে ॥ ৫৭ ॥

শুনিয়া কহিল ধনী তুলিয়া বয়ান,
"কি আর কহিব আলি!
পেয়েছিনু বনমালী,
প্রেমদানে সে আমার রেখেছিল মান,
হারায়েছি এবে তায়, করি অপমান" ॥ ৫৮ ॥

"মানের গরবে হায় দৌরাত্ম্যের ভরে,
শ্রীহরির অংসোপরে,
চেয়েছিনু উঠিবারে,
লুকাল মুরারি তাই তেয়াগি আমারে,
শরমে মরি লো, দুখে মরম বিদরে" ॥ ৫৯ ॥

শুনিয়া বচন সবে বিষাদে মগন ;
হইয়া অনন্য-মন,
করে হরি-অন্বেষণ,
রজত-চন্দ্রিকা-লোকে উজল-বরণ
কুঞ্জবন আতি পাতি করে নিরীক্ষণ ॥ ৬০ ॥

অবশেষে উপনীত গহন কাননে ;
নাহিক সেথায় আর,
চন্দ্রমার সুধাধার,
পুঞ্জীভূত অন্ধকার বিরাজে সেখানে,
তা'হেরি গোপিকাগণ নিবৃত্ত গমনে ॥ ৬১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণে করি আত্ম-নিবেদন,
কৃষ্ণ-কথা-আলাপন,
কৃষ্ণকেলি-সম্পাদন,
করি সবে আর তাঁর গুণের কীর্ত্তন,
দেহ, গেহ, পরিজন না করে স্মরণ ॥ ৬২ ॥

অনুক্ষণ হৃদে করি কৃষ্ণ-অনুধ্যান,
সর্ব্বচিন্তা পরিহরি,
কৃষ্ণ-আগমন স্মরি,
যমুনা-পুলিনে পুনঃ করিয়া প্রয়াণ,
সমতানে করে সবে কৃষ্ণ-গুণ-গান ॥ ৬৩ ॥

শ্রীশ্রীরাসলীলা।

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীশ্রীগোপীগীত।

তোমারি উদয়ে হার! ব্রজবনে এ সুষমা;
নিয়ত বিহরে হেথা কমলবাসিনী রমা;
তোমারে সঁপেছি প্রাণ,
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান,
দেখা দাও প্রকাশিয়া মূরতির মধুরিমা,
নিবার' মোদের নাথ! মনোদুঃখ-মলিনিমা ॥ ১ ॥

ও চাঁদ-বয়ানে যেই শোভা ধরে দুনয়ান,
শারদ সরসীরুহ তার কাছে ম্রিয়মাণ:
আমরা হে ব্রজশশী!
বিনিমূলে কেনা দাসী,
মোদের পরাণ বধি, সে নয়নে হানি বাণ,
ব্যথা নাহি পাও, হরি! কেমন নিঠুর প্রাণ ॥ ২ ॥

দমিয়া কালিয় নাগে, অসুর-নিচয়ে মারি,
কতরূপে কতবার সবারে রাখিলে হরি!
ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত
যতনে নিবারি নাথ!
ব্রজের মঙ্গল কত সাধিলে মুরলীধারী!
এখন ত্যজিলে কেন? চাতুরী বুঝিতে নারি ॥ ৩ ॥

শুধুই নহে গো তুমি নন্দ-যশোদার ছেলে,
নিখিল প্রাণীর তুমি সাক্ষিরূপে বুদ্ধিমূলে;
তুমি জগতের স্বামী,
পরমাত্মা অন্তর্য্যামী;
ইষ্টদাতা বিধাতার বাসনা পূরাবে ব'লে,
বিশ্ব-কল্যাণের হেতু জন্মিয়াছ যদুকূলে ॥ ৪ ॥

সংসার-বারিধি-মাঝে দেখ হে ডুবিয়া মরি,
রাখ বৃষ্ণি-ধুরন্ধর! দিয়া তব পদতরি;
কমলার সমাদর
যাহে কর নিরন্তর,
দাও যাহে বরাভয় ত্রিভুবনে প্রাণ ভরি,
রাখ রাখ সেই কর আমাদের শিরোপরি ॥ ৫ ॥

তোমার মধুর কান্তি ব্রজের বিষাদ হরে,
তোমার মধুর হাসি সর্ব্ব গর্ব্ব নাশ করে ;
অপার করুণাসিন্ধু
তুমি হে প্রাণের বন্ধু,
তোমার বিরহতাপে কিঙ্করীরা প্রাণে মরে,
দেখাও কমলানন, বাঁচি মধুপান ক'রে ॥ ৬ ॥

যে পদগৌরবে হয় সর্ব্বপাপনিবারণ,
যে পদবিক্ষেপে হরি ! কর গোষ্ঠে গোচারণ,
যথায় লক্ষ্মীর বাস,
যাহে কালিয়ের ত্রাস,
মোদের হৃদয়ে কর সেই পদবিধারণ,
ঢালি শান্তিবারি কর কামানল-প্রশমন ॥ ৭ ॥

তোমার বচনে বহে অমৃতের প্রস্রবণ,
তোমার মধুর ভাষে বিমোহিত বুধমন,
বচনের মধুতান
হরেছে মোদের প্রাণ,
কিঙ্করী হয়েছি পদে করি সর্ব্বসমর্পণ,
অধর-অমৃতে কর মুগ্ধ প্রাণ সঞ্জীবন ॥ ৮ ॥

যে কথা অমৃত ঢালি তাপিতের তাপ নাশে
যে কথা কবির প্রাণে প্রেমভক্তি পরকাশে,
যে কথা শ্রবণে পশি,
করে হিত, পাপ নাশি,
হেন কথামৃত তব সদা পিয়ে যে হরষে,
চির পুণ্যবান্ সেই মজে প্রেমানন্দরসে ॥ ৯ ॥

মনে পড়ে হাসিরাশি তোমার অধরকোণে,
মনে পড়ে মর্ম্মভেদী কুটিল নয়নবাণে,
ধেয়ানে অপূর্ব্ব রতি
মনে পড়ে দিবারাতি,
প্রণয়-সঙ্কেত, আর নর্ম্মকথা নিরজনে,
এস হে কপট! ব্যথা দিও না সরল প্রাণে ॥ ১০॥

ত্যজি ব্রজপুরী যবে গোচারণে যাও গোঠে,
কমল-কোমল পদে ভ্রম তুমি মাঠে মাঠে,
তৃণ-অঙ্কুরের ঘায়,
ব্যথা কত বাজে পায়,
সে কথা স্মরিয়া হায় আমাদের বুক ফাটে,
কোথা এবে প্রাণাধিক! এস হে যমুনা-তটে ॥ ১১ ॥

পশ্চিম গগনে হায় ডুবেছে মরীচিমালী,
গোধূলিরঞ্জিত তব সুনীল কুন্তলাবলী;
বিকচ-কমলানন
দেখাইয়া প্রাণধন !
জ্বালাইয়া কামানল, কোথা গেলে বনমালী !
অপূর্ণ বিহার, এবে পূর্ণ কর রতিকেলি ॥ ১২ ॥

যে পদে প্রণত হ'লে পূর্ণ হয় মনস্কাম,
যে পদ অর্চ্চনা করে পদ্মযোনি অবিরাম,
মনোরম যে চরণ
ধরণীর আভরণ,
বিঘ্ন-নিবারণ হয় যার ধ্যানে গুণধাম !
সে পদ মোদের হৃদে ধর তুমি প্রাণারাম ॥ ১৩ ॥

তোমার অধরামৃত সুরত বাড়ায় হৃদে,
শোক তাপ দূরে যায়, মাতে মন প্রেমামোদে ;
যে সুধা লভিয়া কানু !
উচ্চরোলে বাজে বেণু ;
যে রসে বিষয়রাগ ডুবে বিস্মৃতির হ্রদে,
বিতর সে সুধাধারা হরি হে মিনতি পদে ১৪ ॥

দিবসে যখন তুমি বনে কর বিচরণ,
তোমারে না হেরি হরি! যুগ ভাবি অর্দ্ধক্ষণ;
কুটিল-কুন্তল-শোভা
শিরে ধরি মনোলোভা,
প্রদোষে যখন পুনঃ কর তুমি আগমন,
সাধ হয় অনিমিষে করি মুখ দরশন ॥ ১৫ ॥

নয়নের পক্ষ্মরাজি বাধা দেয় দরশনে,
মেটে না মনের সাধ নেহারি সে চন্দ্রাননে
পক্ষ্ম যদি না থাকিত,
প্রাণ ভ'রে দেখা হ'ত,
স্থির দৃষ্টি রহিত গো মদনমোহন পানে,
মন্দ বিধি বাদ সাধি পক্ষ্ম দিল দু'নয়নে ॥ ১৬ ॥

পতি, পুত্র, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনগণে
তেয়াগি এসেছি মোরা ওই রাঙা শ্রীচরণে;
আমরা এসেছি কেন,
হরি! তুমি সব জান,
তবে কেন পরিহর তোমার কিঙ্করী-জনে,
নিরাশ কর হে কেন মন হরি বেণুগানে ॥ ১৭ ॥

নিভৃত সঙ্কেতে হরি! হৃদয়ে তুলিয়া রতি,
অধরে মধুর হাসি, হরিয়া মোদের মতি,
হানিয়া নয়নবাণ,
বিঁধিয়া মোদের প্রাণ,
দেখায়ে বিশাল বক্ষঃ যথা কমলার স্থিতি,
জ্বালি তীব্র কামানল, গেলে কোথা ব্রজপতি॥১৮॥

বিশ্ব-মঙ্গলের তরে তোমারি হে অভ্যুদয়,
দূরে গেছে গোকুলের রোগ, শোক, তাপ, ভয়;
তোমার বিরহ-ব্যাধি
দহিতেছে নিরবধি
শুধু আমাদের হৃদি, কৃষ্ণ হে করুণাময়!
আমরা তোমার দাসী, নাশ আসি সে আময়॥ ১৯

চরণ-কমল তব সুকোমল গিরিধারী!
কঠিন কর্কশ অতি আমাদের কুচগিরি;
নির্জ্জনে হে ব্রজশশী!
নিকুঞ্জ-কাননে বসি,
ধরিয়াছি সযতনে সে চরণ কুচোপরি,
ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে ব্যথা পাছে পাও হরি॥২০॥

কোথা সে চরণে হরি ! বনে বনে ভ্রম এবে,
না জানি হে ব্রজরাজ ! তাহে কত ব্যথা পাবে ;
পাষাণ, কণ্টক হায়
আছে বন-বীথিকায়,
বিদারিবে রাঙা পায়, শোণধারা ব'য়ে যাবে,
কি হবে হে প্রাণধন ! ভয়ে মোরা মরি ভেবে ॥২১॥

শ্রীশ্রীরাসলীলা।

চতুর্থ অধ্যায়।

গোপীসান্ত্বনা।

শ্রীশুকদেবের উক্তি।

এইরূপে নৃপবর! গোপিকা-সংহতি
গাহিল মধুর স্বরে প্রলাপের গান;
কেশবের অদর্শনে অবসন্নমতি,
নয়নের নীরে ভাসি হ'ল ম্রিয়মাণ;
কম্পিল রোদন-রোলে ব্রজবনস্থল,
ভেদিল করুণ গীতে গগনমণ্ডল ॥ ১ ॥

এ হেন সময়ে হরি কমললোচন,
হাসিয়া মধুর হাসি সুচারু বদনে,
মনোহর পীতাম্বর করিয়া ধারণ,
সাজিয়া বিবিধ বন-কুসুম-ভূষণে,
মদনমোহনরূপে উজলি কানন,
গোপবালাবৃন্দমাঝে দিলা দরশন ॥ ২ ॥

বিরহ-বিধুরা যত ব্রজের সুন্দরী,
মাধবে কাননমাঝে করি বিলোকন,
উল্লাসে উৎফুল্লহৃদে নয়ন বিস্ফারি,
ত্বরিতে মিলিয়া সবে উঠিল তখন ;
অচেতন কলেবরে ফিরিলে জীবন,
সহসা যেমন সর্ব্ব অঙ্গের স্পন্দন ॥ ৩ ॥

নিজ অঞ্জলির মাঝে কোন ব্রজসতী
আদরে হরষে ধরে মুরারির কর ;
কেহ বা যতনে রাখে প্রেমানন্দে মাতি,
চন্দন-চর্চ্চিত বাহু নিজ অংসোপর ;
কেহ বা লইল করে চর্ব্বিত তাম্বূল ;
কেহ বা ধরিল বক্ষে পাদপদ্মমূল ॥ ৪ ॥

প্রণয়কোপের ভরে বিহ্বল-অন্তরে,
পুষ্পশর-শরনিভ রম্য-ভ্রূযুগল
কুঞ্চিত করিয়া, দন্তে দংশিয়া অধরে,
কেহ বা কটাক্ষবাণ হানে অবিরল।
নির্নিমেষে হেরি কারো দর্শন-লালসা
না মিটে, সাধুর যথা পদসেবাতৃষা ॥ ৫ ॥

প্রাণভরি প্রাণনাথে নেহারি নয়নে,
মুদিল নয়ন কোন ব্রজ-সীমন্তিনী ;
মোহন-মূরতি হৃদে ধরিয়া ধেয়ানে,
পুলক-অঞ্চিত তার ক্ষীণ তনুখানি ;
প্রণয়-আশ্লেষে অঙ্গ নিস্পন্দ নিথর,
নির্বীজ-সমাধি-মগ্ন যেন যোগিবর ॥ ৬ ॥

মুমুক্ষু লভিয়া যথা ঈশ-দরশন,
সংসারী লভিয়া যথা ব্রহ্মবিৎ জনে,
সুষুপ্তি-অধীশ প্রাজ্ঞে যথা জীবগণ
লভিয়া নির্বৃতি পায় আপনার মনে ;
নূপুর-রঞ্জনে তথা হেরি ব্রজাঙ্গনা
পাশরি বিরহ-তাপ আনন্দে মগনা ॥ ৭

শোক, তাপ পরিহরি ব্রজাঙ্গনা যত
দাঁড়াল প্রফুল্ল-মনে গিরিধরে ঘিরি ;
শক্তিসংঘ-পরিবৃত পুরুষের মত
প্রকাশিল মুরারির অপূর্ব্ব মাধুরী ;
প্রেমানন্দে তা'সবারে লয়ে অতঃপর,
কালিন্দীর উপকূলে গেল নটবর ॥ ৮ ॥

ফুটিল মন্দার-কুন্দ-পুষ্প অগণন,
কুসুম-সৌরভ বহি ছুটিল পবন,
মকরন্দলোভে অলি করিল গুঞ্জন,
ঢালিল শারদ শশী রজত-কিরণ,
লুকাইল ত্রিযামার ঘন তমোরাশি,
নাচিল যমুনা, তটে তরঙ্গ বিকাশি ॥ ৯ ॥

কর্ম্মকাণ্ডে অসম্পূর্ণ শ্রুতিসমুদয়,
জ্ঞানকাণ্ডে তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ যথা হয় ;
তেমতি মাধবে হেরি মুদিত-হৃদয়,
পূর্ণ-মনোরথ এবে গোপিকানিচয় ;
কুঙ্কুমরঞ্জিত চারু বুকের বসন
পাতিয়া হরির তরে রচিল আসন ॥ ১০ ॥

যোগীর হৃদয়-পদ্মে আসন যাঁহার,
ব্রজাঙ্গনা-বিরচিত অঞ্চল-আসনে,
বসিল প্রণয়রাগে সেই রসাধার,
বহিল প্রেমের বন্যা সবাকার মনে ;
ত্রৈলোক্যের পুঞ্জীভূত সুষমা-সম্ভার
রচিল কালিন্দীকূলে নিকুঞ্জ-আগার ॥ ১১ ॥

অনঙ্গমোহনে লভি ব্রজাঙ্গনাগণ
অনুভবি অপার্থিব অনঙ্গপ্রেরণা,
লীলায় সহাস্য-আস্যে করি ভ্রূকুঞ্চন
সাধিল আনন্দভরে প্রেমসংবর্দ্ধনা;
অঙ্কে ধরি মুরারির শ্রীকর-চরণ,
কহিল ঈষৎ-কোপে এ হেন বচন ॥ ১২ ॥

শ্রীগোপীগণের উক্তি।

পরম বিস্ময় হরি! জাগিয়াছে মনে,
ভজনের তত্ত্ব মোরা নারি বুঝিবারে।
প্রাণ ভরি একে যদি ভজে অন্য জনে,
বিনিময়ে ভজে সেই ভজনকারীরে;
আবার নেহারি হরি! এই ধরামাঝে
একে নাহি ভজে, কিন্তু অন্যে তারে ভজে ॥ ১৩ ।

কি আর কহিব হরি! হেরি অন্য জনে,
ভজ আর নাহি ভজ, সে ভজেনা কারে।
কোথাও দুইটী প্রাণ সুদৃঢ়বন্ধনে,
চিরবদ্ধ পরস্পর প্রণয়ের ডোরে;
কোথাও বা অপ্রেমিকে হেরি প্রেমদান,
কোথাও বা হেরি হরি! প্রেমশূন্য প্রাণ ॥ ১৪

শ্রীভগবদ্‌বাণী।

ভজনের সারতত্ত্ব শুন সখীগণ!
পরস্পর ভজে যা'রা লাভের আশায়,
সে নহে ভজন, শুধু স্বার্থের সাধন,
ছার সে উদ্যম, তাহে পরার্থ কোথায়?
সে তো কেনা-বেচা শুধু আদান-প্রদান,
নাহি ধর্ম্ম, নাহি তা'হে প্রেমের সন্ধান ॥ ১৫ ॥

যে না ভজে, তা'রে যা'রা করয়ে ভজন,
দয়ার্দ্র-স্নেহার্দ্র-ভেদে তা'রা দ্বিপ্রকার;
দয়ার্দ্রের নিদর্শন যত সাধুজন,
স্নেহার্দ্রের নিদর্শন পিতা মাতা আর;
দয়ার্দ্র হৃদয়ে হয় ধর্ম্মের সঞ্চার;
স্নেহার্দ্র হৃদয়ে বহে প্রেম-পারাবার ॥ ১৬ ॥

ভজন-বর্জ্জিত আর আছে বহুজন,
বিভক্ত ভুবনে তা'রা শ্রেণীচতুষ্টয়ে:—
আত্মারাম—নাহি করে বাহ্যদরশন;
পূর্ণকাম—অবহেলে সম্ভোগনিচয়ে;
অকৃতজ্ঞ—হিতৈষীর না রাখে সন্ধান;
গুরুদ্রোহী—গুরু প্রতি সাধে অকল্যাণ ॥ ১৭

এ সবার কেহ আমি নহি সুলোচনা !
ভক্তিভরে যা'রা করে আমার ভজন,
ত্বরায় তা'দের আমি না করি ভজনা,
ধেয়ানের একতান করিতে রক্ষণ ;
ভক্তজনে দিয়া দেখা করি অন্তর্ধান,
সাধিবারে ভকতির দৃঢ়তা-বিধান ॥ ১৮ ॥

লব্ধধনে হারাইয়া নির্ধন যেমতি,
বিনষ্ট ধনের চিন্তা করে অনুক্ষণ,
অন্য চিন্তা হৃদে তা'র নাহি পায় স্থিতি,
অন্য কোন কথা তা'র না হয় স্মরণ ;
তেমতি আমার ভক্ত লভিয়া দর্শন,
অন্তর্ধানে করে সদা মোর অন্বেষণ ॥ ১

জানি লো আমার লাগি তোমরা সকলে,
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, আত্মীয়স্বজনে,
পরিহরি আসিয়াছ প্রেমকুতূহলে,
যামিনীতে যমুনার নিকুঞ্জ-কাননে ;
তোমাদের অনুরাগ করিতে বর্দ্ধন,
প্রেমভরে করেছিনু পরোক্ষে গমন ॥ ২০ ॥

জানি আমি তোমাদের কোমল অন্তরে
মোর প্রতি পরা ভক্তি, প্রেমের প্রসার ;
আমিও লো তোমাদের প্রেম-পারাবারে,
প্রেমোল্লাসে অনিবার দিতেছি সাঁতার ;
তোমরা আমার প্রতি রাখ অনুরাগ,
প্রিয়া কি প্রিয়ের প্রতি করয়ে বিরাগ ॥ ২১ ॥

নিঃশেষে ছেদিয়া দৃঢ়-সংসার-বন্ধন,
আমাতে করেছ সবে প্রেমপ্রণিধান।
দেবতার পরমায়ু করিলে গ্রহণ,
সাধিতে নারিব আমি তা'র প্রতিদান ;
আমার শকতি কোথা শুধি প্রেম-ঋণ ?
তোমাদেরি কর্ম্মে পাবে ফল সমীচীন ॥ ২২ ॥

শ্রীশ্রীরাসলীলা

পঞ্চম অধ্যায়।

রাস বা হল্লীষ।

শ্রীশুকদেবের উক্তি।

এ হেন মধুর বাণী,
মাধবের মুখে শুনি,
প্রেমভরে সবে তারে করে আলিঙ্গন ;
শ্রীঅঙ্গের পরশনে
প্রমোদ উদিল মনে,
ত্যজিল গোপিকাগণ বিরহ-বেদন ॥ ১ ॥

প্রেমানন্দে পরস্পর,
বান্ধিয়া করেতে কর,
দাঁড়াল মোহন ছাঁদে মণ্ডল আকারে ;
তা'সবার সাথে মিলি,
আরম্ভিল বনমালী,
প্রেমরাস-রসকেলি, যমুনার তীরে ॥ ২ ॥

দুই দুই গোপী মাঝে,
মদন-মোহন সাজে,
যোগমায়া-তেজে পশি, মহাযোগেশ্বর,
উজলি শ্রীরাসকুঞ্জ,
বিতরি মাধুরীপুঞ্জ,
আশ্লেষে গোপীর কণ্ঠ, প্রসারিয়া কর ॥ ৩ ॥

মায়ার প্রভাবে সবে,
ব্রজাঙ্গনা মনে ভাবে,
"আমারি নিকটে এবে মম প্রাণধন;
পূর্ণ প্রেমরসাধার,
আমারি বক্ষের হার,
হৃদয়রঞ্জন হরি আমারি জীবন" ॥ ৪

শ্রীরাস-নর্ত্তনকালে,
মহানন্দে কুতূহলে,
আইল দর্শন-আশে অমরনিকর,
জায়াবৃন্দ লয়ে সাথে,
চড়ি রম্য দিব্যরথে,
অগণ্য বিমানে পূর্ণ হইল অম্বর ॥ ৫

মধুর নিক্কণে হায়,
নাদিল দুন্দুভিচয়,
ত্রিদিব হইতে হয় কুসুম বর্ষণ ;
যতেক গন্ধর্ব্বপতি,
কান্তারে করিয়া সাথী,
আরম্ভিল শ্রীকান্তের যশের কীর্ত্তন ॥ ৬ ॥

শ্রীরাসমণ্ডলে শ্যাম
নৃত্য করে অভিরাম,
নর্ত্তন করিছে যত ব্রজের রমণী ;
সঘনে উঠিল বাজি,
নূপুর-বলয়-রাজি,
উঠিল বিমানপথে কিঙ্কিনীর ধ্বনি ॥ ৭ ॥

ব্রজের যুবতিসঙ্ঘ
করে রাস-রসরঙ্গ,
আদরে বেড়িয়া কৃষ্ণে মাধুরীর খনি ;
ভাতিল অপূর্ব্ব শোভা
ত্রিভুবন-মনোলোভা
হৈমমণি মাঝে যেন ইন্দ্রনীলমণি ॥ ৮

নাচিয়া গাহিয়া গান,
করে রাস-রস-পান,
প্রমোদ-মুদিত-মনে, যত ব্রজবালা ;
নেহারি তাদের কান্তি,
হৃদয়ে উপজে ভ্রান্তি,
নবীন জলদ-চক্রে চপলার মালা ॥ ৯ ॥

চরণ চলিছে তালে,
তালে তালে বাহু দোলে,
দোলে কম কটিদেশ, ভ্রূযুগ-বিলাস,
কাঁপিছে নিতম্ব গুরু,
স্পন্দে কুচগিরি চারু,
কপোলে কুণ্ডল দোলে, মুখে মৃদুহাস ॥ ১০

কবরী এলায়ে পড়ে,
রসনাবন্ধন ছেঁড়ে,
সমীর-প্রভাবে যেন দুলিছে ব্রততী ;
উদ্দাম নর্ত্তন-ভরে,
স্বেদবিন্দু মুখে ঝরে,
ললিত লাবণ্য যেন মুকুতার পাঁতি ॥ ১১ ॥

মাধবের আলিঙ্গনে,
প্রেমপুলকিত মনে,
বিবিধ মধুর রাগে রঞ্জিত সুস্বরে,
গাহিল আভীরবালা,
ভাতিল সুরতকলা,
নাচিল সু-রঙ্গ ঠামে মোহিয়া বিশ্বেরে ॥ ১২ ॥

কোন ব্রজসীমন্তিনী,
কেশবের কণ্ঠধ্বনি,
পরাভূত করি তোলে সমুন্নত তান ;
সে তান শুনিয়া হরি,
প্রেমে তায় সমাদরি,
"সাধু সাধু" বলি তার করে যশোগান ॥ ১৩ ॥

হরির প্রসাদ হেরি,
পুলকিতা সেই নারী,
সুমধুর স্বরালাপ করে ধ্রুবতালে ;
স্মিতমুখে শ্রীগোবিন্দ,
প্রকাশি পরমানন্দ,
বহুমান দেয় তারে, প্রেমকুতূহলে ॥ ১৪

রাসনৃত্য-পরিশ্রান্তা,
কোন বা কেশবকান্তা,
কমলাপতির কণ্ঠ করিল আশ্লেষ ;
শিথিল বলয় তার,
শিথিল মল্লিকা-হার,
শিথিল নীবীর বন্ধ, আলুথালু বেশ ॥ ১৫ ॥

মোদিত পঙ্কজ-বাসে,
চর্চ্চিত চন্দনরসে,
অংসস্থ হরির কর করিয়া আঘ্রাণ,
রোমাঞ্চ-কম্পিতকায়া,
কোন বা আভীরজায়া
করিল সুচারু করে চুম্বন-প্রদান ॥ ১৬

নাচিছে আপনহারা
কোন রামা বিম্বাধরা,
শ্রবণে দুলিছে তার রতন-কুণ্ডল ;
কম্পিত-কুণ্ডলবিভা,
মোহন রঞ্জিল কিবা,
উজ্জ্বল রক্তিম-রাগে চারু গণ্ডস্থল ॥ ১৭

নটনের শ্রমবশে,
কৃষ্ণের কপোলদেশে,
আপন কপোল রামা করিল রক্ষণ ;
রসের আবেশে হরি,
অধরে অধর ধরি,
চর্ব্বিত তাম্বুল তারে করিল অর্পণ ॥ ১৮ ॥

গাহে অন্য ব্রজবালা,
প্রকাশি নটনকলা,
রুণু ঝুনু ঝুনু বলে মুখর নূপুর।
সুহার দুলিছে গলে,
নিবিড় নিতম্ব দোলে,
কম্পিত কনককাঞ্চী শিঞ্জিছে মধুর ॥ ১৯

কাতরা নর্ত্তনশ্রমে,
কেশবে নিরখি বামে,
তুলিয়া মধুর হাসি মঞ্জুল অধরে,
নিখিল-সন্তাপ-হর
হরির কমল-কর
আদরে রাখিল রামা উরস-উপরে ॥ ২০ ॥

এমতে গোপিকাবৃন্দ,
লভিয়া হৃদয়ানন্দ,
মুকুন্দের কণ্ঠে করি গাঢ় আলিঙ্গন,
গাহিয়া মধুর গীতি,
বিকাশি নর্ত্তন-দ্যুতি
সাধিল মনের মত বিহার-রমণ ॥ ২১ ॥

মুকুন্দের সাথে মিলে,
শ্রীরাস-নর্ত্তনকালে,
বাদিল গোপীর ভূষা, নাদিল মঞ্জীর ;
দুলিল অলকদাম,
কপোলে ঝরিল ঘাম,
কর্ণের উৎপল হ'ল দুলিয়া অস্থির ॥ ২২ ॥

শিরের সুষমাসার,
শিথিল কবরীভার,
বেণীর কুসুম-মালা পড়িল খসিয়া ;
মকরন্দ-সমাকুল,
প্রমত্ত ভ্রমরকুল,
ঝঙ্কুল ফুলের বুকে হরষে বসিয়া ॥ ২৩ ॥

চুম্বিয়া গোপীর মুখ,
আশ্লেষি গোপীর বুক,
নধর অধর-কোণে মধুর হাসিয়া,
হানিয়া কটাক্ষশর,
আদরে ধরিয়া কর,
চিন্ময়-রমণ-ভরে মদনে মোহিয়া, ॥ ২৪ ॥

গাহিয়া মধুর গান,
তুলিয়া বেণুর তান,
ব্রজাঙ্গনা সনে হরি করিল রমণ ;
মুকুর বেষ্টিত হয়ে,
নিজ প্রতিবিম্বচয়ে,
নিরখি উল্লাসে নাচে বালক যেমন ॥ ২৫ ॥

লভিয়া হরির সঙ্গ,
অবশ গোপীর অঙ্গ,
নর্ত্তন-আবেশে পড়ে হরি-অঙ্গে ঢলি ;
এলায় কেশের রাশি,
দুকূল পড়িছে খসি,
বিদারিল পয়োধর বুকের কঞ্চুলী ॥ ২৬ ॥

কুসুমের চারু হার
অঙ্গেতে থাকে না আর,
ধরায় লুটায় যত অঙ্গের ভূষণ ;
নাহি মান, অপমান,
গিয়াছে দেহের জ্ঞান,
সুঘন জঘন-দেশে থাকেনা বসন ॥ ২৭

যতেক অমরবালা,
মনসিজ-সমাকুলা,
কৃষ্ণের রমণলীলা করি বিলোকন ;
শ্রীরাস-রমণ-রসে,
সুধাকর নীলাকাশে
তারকানিবহ সহ বিস্ময়-মগন ॥ ২৮

গোপিকার সংখ্যা যত,
শ্রীকৃষ্ণের সংখ্যা তত,
লীলায় অসংখ্যরূপ ধরি আত্মারাম,
যমুনা-তটিনীকুঞ্জে,
লইয়া রমণীপুঞ্জে,
রসিকশেখর করে লীলা অভিরাম ॥ ২৯

উদিল বিহারশ্রান্তি,
বাড়িল গোপীর কান্তি,
বিন্দু বিন্দু বদনেতে ঝরে স্বেদবারি ;
পরম পীরিতিভরে
আদরে আপন করে,
কান্তার কমলমুখ মুছাইল হরি ॥ ৩০ ॥

সুবর্ণ-কুণ্ডল আর
মনোজ্ঞ কুন্তল-ভার,
বাড়াইল সবাকার গণ্ডের মাধুরী ;
উথলিয়া সুধারাশি,
স্ফুরিল অধরে হাসি,
খেলিল নয়ন-কোণে কটাক্ষচাতুরী ॥ ৩১ ॥

উরসে শ্রীকর-স্পর্শ,
লভিয়া উদিল হর্ষ,
হৃদয়ে প্রমোদসিন্ধু বহিল উজান ।
তুলিয়া মধুর তান,
করি কৃষ্ণলীলাগান,
প্রেমিক-প্রবরে সবে দানিল সম্মান ॥ ৩২

রাসনৃত্য-পরিশ্রম,
করিবারে উপশম,
পশিল যমুনাজলে রসিকশেখর ;
গোপীবৃন্দ সাথে মিলি,
করিল সলিল-কেলি,
করেণু নিকর সনে যথা করিবর ॥ ৩৩ ॥

সকুঙ্কুম কুচোপরে,
বিলম্বিত ফুলহারে,
প্রমত্ত আছিল যারা মকরন্দ-পানে
সেই মত্ত মধুকর,
গুঞ্জরিয়া মনোহর,
পশ্চাতে ধাইল সবে যমুনা-পুলিনে ॥ ৩৪ ॥

শীতল যমুনানীরে,
সবে জলকেলি করে,
সলিল-অঞ্জলি ছুড়ি মারে কমলেশে ;
বসন ভিজিল জলে,
প্রেমরসে মন গলে,
নয়নে ভ্রূকুটি খেলে, মুখে মৃদু হাসে ॥ ৩৫ ॥

আত্মারাম শ্রীমুরারি,
আলোড়ি যমুনা বারি,
রমণ করিল যথা প্রমত্ত বারণ ;
অর্চ্চিল অমরগণ,
মাধবের শ্রীচরণ,
বিমান হইতে করি প্রসূন-বর্ষণ ॥ ৩৬ ॥

জল হ'তে অনন্তর,
উঠিল রসিকবর,
পশিল যমুনাতটে নিকুঞ্জ-কাননে ;
জল-স্থল-পুষ্পগন্ধ
লইয়া পবন মন্দ,
মাতাইয়া দশদিক, বহিল সেখানে ॥ ৩৭ ॥

গুঞ্জনে প্রমত্ত হ'য়ে,
অলিকুল এল ধেয়ে,
ধাইয়া আসিল যত প্রমদানিকর ;
উজলি নিকুঞ্জবন,
করে হরি বিচরণ,
করেণুমিলিত যথা প্রমত্ত কুঞ্জর ॥ ৩৮

হেন মতে সত্যকাম,
ভক্তবন্ধু আত্মারাম
ব্রজের কাননে লয়ে ব্রজাঙ্গনাগণ,
ভুঞ্জিল শ্রীরাসে মাতি,
শারদ পূর্ণিমা-রাতি,
আপন অন্তরে করি সৌরত-রোধন ॥ ৩৯

শ্রীরাসহল্লীষ লীলা,
নহে বহির্মুখী খেলা,
নহে বিষয়ের সহ ইন্দ্রিয়-সংঘাত ;
মুরারির রাসোদ্‌যোগ,
নহে শরীরের ভোগ,
এ নহে চরমধাতু-পৌরুষ-নিপাত ॥ ৪০ ॥

পরীক্ষিতের উক্তি।

ধর্ম্ম সংস্থাপন তরে,
অধর্ম্মেরে নাশিবারে,
অবতীর্ণ জগদীশ পূর্ণ ভগবান্ ;
কেন ধর্ম্মাধীশ হরি,
অধর্ম্ম আশ্রয় করি,
পরস্ত্রী-সম্ভোগ-পাপ করে অনুষ্ঠান ॥ ৪১

আপ্তকাম যদুপতি,
এ কেমন তাঁর রীতি,
কেন এ কলুষ কৃতি করিলা সাধন ;
হৃদয় মাঝারে মোর,
সংশয় জাগিছে ঘোর,
সার সত্য কহি কর সংশয় হরণ ॥ ৪২ ॥

শ্রীশুকদেবের উক্তি।

ঈশ্বর যাহারা হয়,
করি শক্তি-সমাশ্রয়,
তাহাদের কাম কিম্বা ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম,
যদি কভু দৃষ্ট হয়,
তাহে কোন নাহি ভয়,
তাহাতে না হয় কভু দোষের উদ্গম ॥ ৪৩।

সর্ব্বভুক্ হুতাশন,
করি শিখা প্রসারণ,
নিখিল পদার্থ যথা করে ভস্মসাৎ,
ঈশ্বরের তেজোরাশি,
সর্ব্বদোষ ফেলে নাশি,
ঈশ্বরের কর্ম্মে নাহি অনর্থ-উৎপাত ॥ ৪৪ ॥

শক্তিহীন অনীশ্বর,
যদি কভু কোন নর,
মূঢ়তাবশতঃ করে ধর্ম্মের লঙ্ঘন ;
নিশ্চয় বিনাশ তার,
ইথে কি সংশয় আর.
রুদ্র বিনা কে করিবে গরল ভক্ষণ ॥ ৪৫

ঈশ্বরগণের বাণী
সনাতন সত্য মানি,
আদরে শিরেতে তাহা করিবে ধারণ ;
আপন মঙ্গল তরে,
প্রেমপূর্ণ ভক্তিভরে,
সেই বাক্য সযতনে করিবে পালন ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বর করেন যাহা,
না বুঝিয়া কভু তাহা,
অহঙ্কারবশে নাহি করিবে সাধন :
বাণী আর আচরণে,
দ্বন্দ্ব নাই যেইখানে,
হেন কর্ম্ম সদা তুমি কর আচরণ ॥ ৪৭ ॥

জগতে ঈশ্বরগণ,
করে যাহা সম্পাদন,
কুশল বা অকুশল করম-সকল ;
তাঁহাদের কর্ম্মজালে,
অহঙ্কৃতি নাহি ব'লে,
প্রসব করে না কভু ইষ্টানিষ্ট ফল ॥ ৪৮ ॥

পশু, পক্ষী, বৃন্দারক,
মানবের নিয়ামক,
নিখিল-কল্যাণময়, যিনি পরমেশ,
নিত্য, সত্য, সনাতন,
ভক্তের হৃদয়ধন,
তাঁর আচরণে কোথা পাপ-পুণ্য-লেশ ॥ ৪৯ ॥

যাঁহার পদারবৃন্দ-
পরাগে পরমানন্দ
লভিয়া ভকতবৃন্দ, পুলকে মগন ;
ত্যজিয়া ইন্দ্রিয়-ভোগ,
লভিয়া সমাধি-যোগ,
যাঁহার ধেয়ানে মুনি পাশরে বন্ধন ॥ ৫০ ॥

সেই পূর্ণকাম হরি,
স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ধরি,
নিকুঞ্জে সাধিলা যেই চিদানন্দ-লীলা ;
ইথে নাহি কামগন্ধ,
এ নহে বিষয়-বন্ধ,
নহে ছার দেহ আর ইন্দ্রিয়ের খেলা ॥ ৫১

গোপ আর গোপনারী,
আর যত দেহধারী,
সবার অন্তরে হরি করেন বসতি ;
কল্যাণ গুণের খনি,
অখিলের সাক্ষী যিনি,
ধরেন লীলার ছলে অপূর্ব্ব মূরতি ॥ ৫২ ॥

ভক্তের মঙ্গল তরে,
মানব-মূরতি ধ'রে,
করুণায় ভগবান্ লীলা-পরায়ণ ;
লীলার মাধুর্য্য-গুণে,
লীলারস-আস্বাদনে,
প্রেমে মজি লহে জীব চরণে শরণ ॥ ৫৩ ॥

বিথারিয়া যোগমায়া,
লইয়া গোপের জায়া,
সাধিল রমণলীলা মহাযোগেশ্বর ;
মাধবের সাথে মিলি,
গোপিকার রাসকেলি
কিছু না জানিল ব্রজ-বল্লব-নিকর ॥ ৫৪ ॥

মায়ার প্রভাবগুণে,
সকলে ভাবিল মনে,
নিজ নিজ পত্নী রহে আপনার পাশ :
না হ'ল হরির প্রতি,
কাহারো প্রীতির চ্যুতি,
কেহ না করিল কিছু অসূয়া-প্রকাশ ॥ ৫৫

রাসরস-আস্বাদনে,
রজনীর অবসানে,
ব্রাহ্মক্ষণ উপজিল কাননে যখন ;
তবে সর্ব্বরসাকর,
সবে করি সমাদর,
ফিরিতে কহিলা হরি আপন ভবন ॥ ৫৬ ॥

গৃহেতে ফিরিতে আর,
বাসনা নাহিক কার,
তথাপি লজ্ঘিতে নারি হরির বচন,
বিষাদ-মথিত হৃদে,
ম্লানমুখে, ধীরপদে,
শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী সবে ফিরিল ভবন ॥ ৫৭ ॥

আভীরললনা সনে,
যমুনার কুঞ্জবনে,
রসিকবরের এই শ্রীরাস-রমণ,
যেই শ্রদ্ধাসহকারে,
শ্রবণে গ্রহণ করে,
অথবা প্রফুল্লমনে করয়ে কীর্ত্তন ॥ ৫৮ ॥

পরমা ভকতি তার,
হৃদে জাগে অনিবার,
হরির চরণ-পদ্মে লভে সে শরণ ;
নিভে যায় কামানল,
হৃদে তার অবিরল
বরষে অমৃত-ধারা প্রেম-প্রস্রবণ ॥ ৫৯ ॥

সম্পূর্ণ ।

পদাঙ্ক-দূত।

(বিরহবিধুরা শ্রীরাধার
কৃষ্ণমিলনোৎকণ্ঠার কথা)

গোকুল আকুল করি, পরিহরি বৃন্দাবন,
চলিলা মথুরা যবে ব্রজের পরম ধন ;
দারুণ বিরহাগুনে দগ্ধ হল রাধারাণী,
খসিল কবরীভার, এলায়ে পড়িল বেণী ;
বহে ঘন দীর্ঘশ্বাস, করে বক্ষঃ বিদারণ,
ইন্দীবর-আঁখি হতে হয় ধারা বরষণ ;
চিন্তার আবেগ-ভরে ভাঙিল মনের বাঁধ,
উন্মাদ প্রবেশি তথা ঘটাইল পরমাদ।
ভ্রান্তি দূতীরূপে আসি মিলিল রাধার সনে,
কহিল "মুরারি আছে যমুনার কুঞ্জবনে ;"
প্রত্যয় মানিয়া রাধা প্রমত্ত হৃদয়-পটে,
আপন ভবন ত্যজি, ছুটিল যমুনাতটে ॥ ১ ।

কুঞ্জবনে না লভিয়া মুরারির দরশন,
বাতাহত-লতাসম করে ভূমি পরশন।
প্রিয়তম সখীরূপে আসি মূর্চ্ছা দ্রুতপদে,
আদরে রাধারে বেড়ি বিরহার্ত্তি অপনোদে।
আশ্বাসিয়া ক্ষণকাল মূর্চ্ছা হল অপসৃতা ;
মধুবৈরিপ্রণয়িনী পুনঃ হল জাগরিতা।
বাহিরিতে যায় ধনী নিকুঞ্জে না পেয়ে দেখা,
নেহারে উপান্ত ভাগে প্রাণকান্তপদলেখা।
কুলিশ, কমল, ধ্বজ, অঙ্কুশ, রথাঙ্গ আর
শোভিছে পদাঙ্ক মাঝে অতুল সুষমাধার ॥২॥

গভীর গরজে তদা নবজলধরদল,
গগনমণ্ডল কাঁপে, ঘন কাঁপে ধরাতল।
রাধার শ্রবণে পশি নবীন জলদনাদ,
বাড়াইল হৃদে তার মুরারি-মিলন-সাধ।
সদর্পে কন্দর্প তদা হানিল কুসুমশর,
কৃষ্ণপ্রেমাধীনা রাধা হল কাম-জর-জর।
মন্মথবেদনে হ'ল াধিকার সংজ্ঞারোধ,
না রহে হৃদয়ে তার চেতনাচেতন-বোধ।
প্রজ্ঞার বিকাশ যার নাহি হয় কদাচন,
আনন নাহিক যার, নাহি বাক্য-বিস্ফুরণ,

চরণের চিহ্নমাত্র, গতিশক্তি নাহি যার,
শ্রবণ-বর্জ্জিত যেই, শ্রুতিশক্তি কোথা তার ?
হেন চরণাঙ্ক পাশে অপরূপ দৌত্যক্রিয়া
মাগিল কাতর প্রাণে মদনমোহনপ্রিয়া ॥৩॥

ভাবাবেশে চরণাঙ্কে করি প্রীতিসম্বোধন,
কহিল শ্রীমতী হেন বাক্য মনোবিমোহন :—
"ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পদ্ম যথা কৃষ্ণপদমাঝে,
নয়নের অভিরাম তব অঙ্গে তথা রাজে ;
রম্য-রুণু-ঝুনু-ধ্বনি মঞ্জীর না হেরি শুধু,
গোপিকার শ্রুতিমূলে বরষে যে প্রেম-মধু ।
বুঝেছি হে চরণাঙ্ক ! নূপুরেতে কেন হেলা,
দূতরূপে যাবে আজি যথায় বিরাজে কালা ।
মধুর নিক্কণে দৌত্য পাছে প্রকাশিত হয়,
সেই ভয়ে ভীত হয়ে নূপুর না ধর গায় ॥৪॥

"যখন যাইবে তুমি মধুপুরী-অভিমুখে,
পুণ্যশীল জনবৃন্দ ধাইয়া আসিবে সুখে ;
সুরভি জলজফুলে অর্ঘ্য দিবে সমাদরে,
প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে প্রণমিবে ভক্তিভরে ;
হরিচরণজ তুমি, তব পুণ্য সমাগমে,
পুলক-অঞ্চিত তনু মজিবে পরমপ্রেমে ;

নয়নরঞ্জন তুমি, তোমারে নেহারি তারা
বারিতে নারিবে নেত্রে প্রেমভক্তি-রসধারা ॥৫॥

"অণুতা মনের গুণ ভাবিয়া সমর্থ তারে,
প্রেরণ করিয়াছিনু মোর দৌত্য করিবারে ;
লভি সে মুরারিপদ-সরসিজ-পরশন,
হইল প্রমুগ্ধ-ভাবে মকরন্দ-নিমগন ;
চরণ-অমৃত-সিন্ধু হরিল শকতি তার,
ডুবিল সে সিন্ধুনীরে ফিরিয়া এল না আর।
আকাঙ্ক্ষা রয়েছে শুধু, কিন্তু সে যে অতিগুরু,
গমনে শকতি তার নাহি, সে যে অতি ভীরু।
আভীরললনা যত দহিছে বিরহানলে,
কে আর যাইবে বল, তুমি সেথা নাহি গেলে ॥৬॥

"যখন গোকুলানন্দ তেয়াগিল বৃন্দাবন,
এত বলি করিল সে মোসবারে প্রবোধন—
'সত্বর আসিব ফিরে, বিলম্ব হবে না মোর,
ভাবনা কোরো না চিতে' বলে গেল মনচোর।
শ্রবণ-বিবরে হায় এখনো বাজে সে বাণী,
হৃদয় মাঝারে শুনি সে বাণীর প্রতিধ্বনি।
কই সে এল না ফিরে, চলে গেল কতকাল,
ভেদিছে মোদের হিয়া সুকরাল করবাল।

শুনেছিনু কার্য্য করে কারণের অনুগতি,
কিন্তু হায় মোর ভাগ্যে বিপরীত পরিণতি ॥৭॥

"যাও চরণাঙ্ক তবে, রাখ মোর এ মিনতি,
মুরারি সমীপে যাও সমীরণ-সম-গতি।
তুমি গেলে করিবে সে হেথা পুনরাগমন,
সত্বর ঘটিবে মম বিরহার্ত্তি-প্রশমন।
মথুরার নৃপবেশে লভি কৃষ্ণ-দরশন,
করিবে পদাঙ্ক! তুমি পুণ্যরাশি-প্রচয়ন।
'প্রভূত সুকৃতলাভ রহিয়া শ্রীবৃন্দাবনে,
কি ফল মথুরা গিয়া' এ কথা ভেবো না মনে;
ভুবন মাঝারে নর ধনেশ্বর যদি হয়,
অধিক সম্পদে তার বাসনা কি নাহি রয় ॥৮॥

"নিষ্ঠুর অক্রূর, তাই ব্রজবধূ বধিবারে,
বৃন্দাবন হতে দূরে লয়ে গেছে মুরহরে।
তোমারে হেরিলে পুনঃ মথুরাপুরীতে তার,
হৃদয়-মন্দির-মাঝে বাড়িবে আনন্দভার।
আমার অন্তরে ইথে নাহি বিষাদের লেশ,
তুমি গেলে যদি পুনঃ ফিরে আসে হৃদয়েশ।
স্বকার্য্য-সাধনে যদি অরাতির বাড়ে প্রীতি,
অরাতি-চরণে আমি করি নতি দিবারাতি ॥৯॥

"সত্য বটে আমাদের পাপকরী অগণন
ভীষণ মূরতি ধরি, করে পথে বিচরণ।
তুচ্ছ সে বারণচয়, তাহে তব কিবা ভয়?
নিশ্চয় করিবে তুমি তা' সবারে পরাজয়।
যা' হতে জনম তব, তার স্মৃতি-প্রহরণ
শরণ করিয়া সখে! কর তুমি প্রসরণ।
অবাধে চলিয়া যাও, কে দিবে তোমারে বাধা,
নিশ্চয় কহিগো আমি কৃষ্ণকাঙালিনী রাধা।
তড়িদ্-গমনে যাও বিলম্ব করো না আর,
তরাও বিরহী জনে বিরহের পারাবার ॥১০॥

"বিশাল মথুরাপুরী, সেথা বনমালী রাজা
দাসদাসীবৃত হয়ে লভিছে বিবিধ পূজা:
উগ্রদণ্ড লয়ে করে দ্বারে ভ্রমিতেছে দ্বারী,
উৎসবে প্রমত্ত যত মথুরার নরনারী:
তথায় যাইলে কিগো শ্রীহরির পাব দেখা?
এ হেন সংশয় যেন হৃদে নাহি জাগে সখা!
নিশ্চয় কহিগো তোমা, শুন অভাগীর বাণী,
মথুরায় যদুকুলে নিবসেন চক্রপাণি।
অথবা গোকুলমাঝে নেহারিবে নটবরে,
বিতরিছে প্রেমমধু গোপকুলে সমাদরে।

বিথারি সরসীশোভা মঞ্জরিছে শতদল,
প্রেমরঙ্গে মত্ত ভৃঙ্গ গুঞ্জরিছে অবিরল।
জান তো পদাঙ্ক! তুমি যেথায় জনম যার,
যেখানে শৈশবলীলা আর প্রীতি-ব্যবহার,
সে ভূমির প্রতি সদা জাগে সবাকার রতি,
মথুরার ওই ভাগে যাও তুমি দ্রুতগতি ॥১১॥

"সত্য বটে, পথে তব আছে এক অন্তরায়,
যমুনার জলরাশি, তাহার আবর্ত্তচয়;
সুভীষণ কুম্ভীরাদি জলজীব করে বাস,
গোকুলবাসীর চিতে ঘটায় বিষম ত্রাস;
তাহে কিন্তু চরণাঙ্ক! নাহি তব কোন ভয়,
অবাধে তটিনীপারে যাবে তুমি সুনিশ্চয়;
বিজনে একান্ত-মনে ক্ষণিক ধেয়ানে যার,
সংসারসাগর পার হয় যত দুরাচার;
ঘটিবে তাহার বাধা যাইতে যমুনাপারে,
মূঢ় সেই, যেবা এই কথায় প্রত্যয় করে ॥১২॥

"হৃদয় প্রত্যয় মানে করি তোমা বিলোকন,
অচিরে আসিবে ফিরে আমার সে প্রাণধন।
বিরহের বারিনিধি করিব হে অতিক্রম,
অচিরে হইবে মোর বিরহের উপশম।

শ্রীমুখ-শশাঙ্ক-সুধা প্রাণ ভরি করি পান,
ভুলিব সকল জ্বালা, শীতল করিব প্রাণ।
আবার ফুটিবে ফুল আকুল করিয়া বন,
চৌদিকে সৌরভরাশি বিলাইবে সমীরণ।
নিকুঞ্জ-কুটীর মাঝে, রসরাজে ধরি বুকে,
নীরবে করিব তার প্রেমারতি প্রেমসুখে ॥১৩॥

"লভিয়া তোমার সঙ্গ যমুনার তটস্থলী
ধরিবে অতুল শোভা ত্রিভুবন সমুজ্জলি :
ললিত-লাবণ্য ধরি, নিকুঞ্জকানন-বীথি
সাদরে তোমার প্রতি জানাবে পরম প্রীতি।
সুরভি কুসুম-ভূষা ধরি যত তরুলতা,
প্রসূন-অঞ্জলি সহ জানাইবে প্রেমকথা।
এ সবে মিলিয়া যদি করে প্রেম-আলাপন,
দেখিও তোমার যেন মজিয়া না যায় মন।
ভুল না আপন কাজ তাহাদের প্রলোভনে,
বিলম্ব কোরো না সখে ! যাও হে প্রফুল্লমনে ॥১৪॥

' কনক-মঞ্জীর-দ্যুতি শ্রীপতির শ্রীচরণ
নিয়ত হরষে যারা করিতেছে বিলোকন ;
পূজিতেছে যে চরণ, পরম পুলকে মাতি,
পূজায় পরমানন্দ ভুঞ্জিতেছে দিবারাতি ;

'তারা কি পদাঙ্ক প্রতি করিবে গো সমাদর ?'
এ কথা ভাবিয়া যেন নাহি হয় তব ডর।
যে সব লক্ষণহেতু পাদপদ্ম সম্পূজিত,
সে সব লক্ষণ অঙ্ক ! তোমাতেও বিরাজিত।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আর স্যন্দনাঙ্গ, শতদল,
হরির চরণে যথা, তোমাতেও অবিকল।
তুমিও লভিবে পূজা মধুপুর বাসী হতে,
ধর অভাগীর বাণী, সংশয় কি আছে ইথে ॥১৫॥

"যাহার পরশ লভি, মানুষী মূরতি ধরে,
গৌতমের সীমন্তিনী পাষাণাঙ্গ পরিহরে ;
যাহার ধেয়ানে রত নারদাদি ঋষি যত,
অতুল মহিমা লভি, ত্রিভুবনে সুবিদিত ;
এহেন চরণ হতে জনম হয়েছে যার,
নিশ্চয় সে চিরদিন করুণার পারাবার।
মুরারি-বিরহে দীনা ব্রজললনার প্রতি,
চাহিবে করুণানেত্রে এ প্রত্যয় মানে মতি ॥১৬॥

"তোমার সোদর-সম হরিচরণাঙ্ক আর
শোভিছে কালিয়শিরে অপার সুষমাধার

অপূর্ব্ব ভূষণ লভি সেই মহাবিষধর
পাশরি সকল ভয় উপেখিছে খগবর।
অপর সোদর তব রাজে গয়াসুর-শিরে,
যাহে পিণ্ডদানে নর সংসার-সাগর তরে।
সাধিতে ভবের হিত মহতের অভ্যুদয়,
মোর তরে মধুপুরে যাবে তুমি সুনিশ্চয় ॥ ১৭

"তোমার সেবার তরে, ওই দেখ সমীরণ
কমলসৌরভরাশি করিয়াছে আহরণ ;
হরিতে পথের শ্রম, চুমিয়া যমুনাবারি,
শীতল শীকরচয় রেখেছে যতন করি ;
তুমি যাবে মথুরায় যেথা আছে প্রাণসখা,
আনন্দে নাচিয়া তাই কাঁপাইছে শিখিপাখা ;
মথুরার পথে আজি সাধিতে তোমার প্রীতি,
নিয়ত সততগতি হইবে তোমার সাথী ॥ ১৮ ॥

"স্বদেশ ত্যজিয়া, তোমা যেতে হবে পরদেশ,
ভাবি এ বারতা, অঙ্ক ! পেও না হৃদয়ে ক্লেশ।
সাধিতে পরের হিত কি না ত্যজে সাধুজন,
ত্যজেনি কি কুম্ভসুত বারাণসী-নিকেতন ?

সাধের জনমভূমি, প্রাণসম বারাণসী,
ত্যজি জনহিততরে ধাইল দক্ষিণে ঋষি ॥ ১৯ ॥

"শ্রীকৃষ্ণবিরহে অঙ্ক! কাঁদে ব্রজ অবিরল,
কর্পূর-বাসিত বারি যেন বৈতরণীজল।
কোকিল-কাকলী আর অলির গুঞ্জনগান
শ্রবণবিবরে দেখ না করে অমৃত দান।
শীতল চন্দ্রিকা-রাশি ঢালে না চন্দ্রমা আর,
সুধাকর এবে দেখ হইয়াছে বিষাধার;
ব্রজের এ দশা হেরি, কাঁদে নাকি তব মন?
একথা করিবে নাকি শ্রীহরিরে নিবেদন ॥ ২০ ॥

"কুলিশ-ধারণ তব নেহারিয়া সুধীজন,
নিশ্চয় করেছে তব মধুপুরে প্রসরণ।
আমরা গোপের বালা উতলা হইয়া আর,
"যাও, যাও" বাণী তোমা কহিতেছি অনুবার।
বিরহবিধুরা মোরা হারাইয়া কালশশী,
নিরাশ অন্তরে হেরি অন্ধকার দশদিশি।
তোমার কুলিশচিহ্ন কহিছে আশ্বাসবাণী,
"আবার আসিবে ফিরে প্রাণকৃষ্ণ গুণমণি।"

ব্যাপ্যবোধ হতে হয় ব্যাপকের সিদ্ধিজ্ঞান,
ধূম-দরশনে যথা অনলের অনুমান।
কুলিশলক্ষণ অঙ্ক ! তোমার শ্রীঅঙ্গে হেরি,
বুঝেছি যাইবে তুমি, হরিও আসিবে ফিরি ॥২১॥

"কহিতে কালিন্দী, আর কালিয়ের পরিচয়,
কহেছি ধরণীতলে নাহি তব কোন ভয়।
যদ্যপি তোমারে কেহ হৃদে ধ্যায় ক্ষণকাল,
দুর্ব্বল তাহার কাছে দুর্ব্বার করাল কাল।
তথাপি যে হেরি অঙ্ক ! তব অঙ্গে কুলিশেরে,
সখা হে কেবল তাহা লোকরীতি অনুসারে ॥২২॥

"যে চরণ করেছিল ফণিশিরে আরোহণ,
যে চরণ সদা করে গিরিশিরে বিচরণ,
মুরারির সে চরণ তোমার জনমহেতু,
জন্মমৃত্যু-সমাকুল সংসার-সাগরে সেতু।
যে করে অভয়দান, তা হতে সম্ভব যার,
ত্রিভুবন মাঝে অঙ্ক ! ভয় কোথা আছে তার ?
কারণের গুণরাশি কার্য্যে সঞ্চারিত হয়,
কার্য্যই নিয়ত হেরি কারণের গুণময় ॥২৩॥

"অশনিলাঞ্ছন অঙ্ক! তব অঙ্গে আছে বটে,
অশনির কোন কার্য্য তাহে কিন্তু নাহি ঘটে।
কুলিশ নাদিত যদি, হইতাম জ্ঞানহারা,
তা'হলে নয়নে মোর বহিত কি প্রীতিধারা?
দূরে থাকি, ঘন ডাকি আকুল যে করে মন,
হে অঙ্ক! কখন সে কি হয় আঁখিবিনোদন ॥২৪॥

"নবীন নীরদ যবে গরজে গগনগায়,
মেলিয়া কলাপ শিখী নাচে পুলকিতকায়;
আর যত মৃগকুল ভীষণ নিস্বন শুনি,
লুকায় আপন বাসে হৃদয়ে প্রমাদ গণি।
ওই হের জলধর আবরে অম্বর-দেশ,
আমার হৃদয়-মাঝে নাহি প্রমোদের লেশ;
গম্ভীর আরাবে তার নাহি কাঁপে মোর প্রাণ,
পেতেছে আসন সেথা রতিনাথ পঞ্চবাণ;
নিঠুর অন্তরে মার হানিতেছে ফুলশর,
প্রবল মদনানলে তনু মন জর জর ॥২৫॥

"ক্রোশান্ত গতির পর কালিন্দীর কালজলে,
ধৌত করি পদযুগ বসিও হে তরুমূলে।

তরুর শীতল ছায়ে রহিয়া কিয়ৎক্ষণ,
শ্রম-উপশমে পুনঃ কোরো তুমি প্রসরণ।
'কি করিবে প্রক্ষালন, পদাঙ্কের পদ কোথা,
মাথা নাই যার, তার আছে কি হে মাথাব্যথা?'
এ কথা কহিয়া মোরে উপহাসি মূঢ়জন,
ভাবিবে হরির তরে বাতুল রাধার মন;
মূর্খ তারা, নাহি জানে কি সম্পদ্ তুমি ধর,
যে সেবে তোমায়, তারে কি পদ প্রদান কর;
যে দেয় পরমপদ, তার নাহি পদ আছে,
অজ্ঞের নিকটে অঙ্ক! হেন তর্ক করা মিছে।
আবৃত যাহার চিত অবিদ্যার আবরণে,
নিয়ত বঞ্চিত সেই চারু দিব্যদরশনে ॥২৬॥

"আরোহি মদীয় তুঙ্গ মানস তুরঙ্গোপরি,
পবনগমনে যাও ত্বরিতে মথুরাপুরী।
সজল জলদদল সুশীতল ছায়াদানে,
প্রখর রবির কর নিবারিবে ফুল্লমনে।
জলদ তোমার অঙ্গে করিবে না বারিপাত,
সাদরে কমল-ধারা বারিবে কমল-নাথ।
আদরে কমলে তুমি শ্রীঅঙ্গে দিয়েছ স্থান,
নিশ্চয় মরীচিমালী তোমার রাখিবে মান।

জীমূতে তপনে করি পীরিতির সমাবেশ,
মথুরার পথে অঙ্ক ! নাশিবে গমনক্লেশ ॥২৭॥

"পঙ্কিল হয়েছে পথ গোপিকার নেত্রনীরে,
ওই হের অনিবার দরধারে আঁখি ঝরে।
হরির বিরহতাপে সেই নীর না শুখায়,
প্লাবিত গোপীর বক্ষঃ, বৃন্দাবন ভেসে যায়।
কেমনে মথুরাপুরে যাইব পঙ্কিল পথে,
নিরখি অশেষ বাধা মথুরার পথে যেতে"
এতেক কহিয়া মোরে যদি নিবারিতে চাও,
তাই কহি অঙ্ক ! মম মনোরথে চড়ি যাও ॥২৮॥

সত্য কহি কোথা অঙ্ক ! যমুনার জলোচ্ছ্বাস ?
তাহারে করেছে ক্ষীণ গোপিকার দীর্ঘশ্বাস।
প্রাণেশের অদর্শনে প্রচণ্ড বিরহানল
দহিছে গোপীর মন, শুষেছে যমুনাজল।
গোকুলের পানে তুমি দেখ চেয়ে একবার,
অন্ধকার দশদিশি, অভ্রভেদী হাহাকার।
লইয়া নিখিল রস, চলে গেছে রসরায় ;
যমুনা হয়েছে ক্ষীণা, না খেলে তরঙ্গ তায়।

নীরস গোপিকা-তনু, নীরস গোপিকা-মন,
নীরস নিকুঞ্জ এবে রসহীন বৃন্দাবন।
অখিল গোকুলবাসী নয়নের তারাহারা,
মথুরায় রসসিন্ধু, হেথা কোথা রসধারা।
নিঃশঙ্কে চলিয়া যাও, হে পদাঙ্ক! তোমা সাধি,
বিলম্বে জীবন যাবে, চরণে ধরিয়া কাঁদি ॥ ২৯ ॥

"যে বলে নয়ননীরে বেড়েছে যমুনাবারি,
তার তুল্য তনুমতি ত্রিভুবনে নাহি হেরি ;
বিরহবিধুর মন, শরীর কঙ্কাল-সার,
তাপিতের আঁখি কভু ঢালে কি হে জলধার ?
হরিয়া ব্রজের রস, এবে গিয়ে মধুপুরী,
ঢালিছে নাগরী মাঝে রসের লহরী হরি।
বৃন্দাবন মরুপ্রায়, শুষ্ক তার তরুলতা,
রসিক বিহনে তারা রসধারা পাবে কোথা ?
চন্দ্রের চন্দ্রিকা এবে করে অগ্নি-উদ্গীরণ ;
ত্বরিত গমনে যাও, রাখ মোর আকিঞ্চন ॥ ৩০

"নেহার যমুনা ওই যেন ম্লান শীর্ণ রেখা,
নাহি সে বক্ষের স্ফীতি, নাহি লাস্য প্রীতিমাখা ;

না শুনি রসের খনি মধুর-মুরলী-তান,
ত্যজেছে প্রখর গতি, ভুলেছে কল্লোল-গান ;
সমীর আসিলে কাছে নাহি করে সমাদর,
কে তারে দিবে হে রস নাহি কৃষ্ণ-ধারাধর ;
গোপীর নয়ন-নীরে শুধু কি হে বাড়ে নীর,
বাঁশরী বাজে না তীরে, না স্বনে মঞ্জীর ধীর ;
হরির বিরহানল দহে তারে অহর্নিশ,
দংশিছে নিয়ত তারে বিরহার্ত্তি-আশীবিষ ;
মানব-হৃদয় যদি হয় চিন্তা জর জর,
আহারে বিহারে কি হে পুষ্ট হয় কলেবর ?
যাও অঙ্ক ! দ্রুতপদে, যমুনা দিবে না বাধা,
কহিছে কাতরে কৃষ্ণ-প্রেম-ভিখারিণী রাধা ॥ ৩১

"দেখেছ কি কোথা তুমি কারণের অন্তর্ধানে,
সাধিত হয়েছে কার্য্য কভু অঙ্ক ! ত্রিভুবনে ?
নিয়ত না হয় যদি কারণের সন্নিধান,
কভু কোন খানে কার্য্য করিবে না অবস্থান ;
কারণের মুখ চাহি রহে কার্য্য চিরদিন,
বিদিত ত্রিলোকী-মাঝে সার সত্য সুপ্রাচীন ;
কখন কুত্রাপি যদি কারণের হয় ক্ষয়,
কারণের সহ তার কার্য্যের বিলোপ হয় ;

স্বর্গ-আশে করে নর যাগ-যজ্ঞ-সমাধান,
অদৃষ্ট-সহায়ে যজ্ঞ করে স্বর্গ-ফলদান ;
চিন্তা-বিষে জর জর হলে মানবের মন,
কখন কি পুষ্ট হয় শরীরের আয়তন ?
হরির বিরহ-দুখে যমুনা বিমনা হায়,
গোপীর নয়নজলে কেমনে বাড়িবে কায়,
দুকুল প্লাবিত করি গোকুল ডুবাবে নীরে,
এ ভুল পাশরি, অঙ্ক ! যাও ত্বরা মধুপূরে ॥ ৩২ ॥

"ফলে বিপরীত ফল বিধি-বিড়ম্বনা বশে,
শীতল মলয়ানিলে তাই মোরা মরি ক্লেশে ,
চেতনা সাধের ধন, কিন্তু হায় অপস্মার,
মোদের চেতনা হরি' সাধে আজি উপকার ;
সুধাংশু বিতরে সুধা, সুবিদিত এ বারতা,
সে সুধা সাধে গো কিন্তু নলিনীর মলিনতা ।
উদিলে গগনতলে প্রচণ্ড মরীচিমালী,
নেহারি সরসী-নীরে নলিনীর প্রেমকেলি ।
মুরারি আছিল যবে, সব ছিল মধুময়,
তাহার বিরহে এবে ঘটিয়াছে বিপর্য্যয় ।
হ্লাদিনীর লীলাস্থল এই মধুবৃন্দাবন,
হরির বিরহে তাহে ঘটে যত অঘটন ।

কোকিলকূজন এবে শ্রবণে ঢালে না মধু,
মধুর কৌমুদীসুধা আকাশে না ঢালে বিধু ;
নিকুঞ্জে ফুটে না ফুল, বহে না মলয়ানিল,
যমুনার জলরাশি আর নহে অনাবিল ;
ক্ষীণ রসহীন এবে যমুনার পরিসর,
সে তোমা দিবে না বাধা, যাও যেথা নটবর ॥৩৩॥

"কুটিল কালার তরে কেন কাঁদ অকারণ,
সে নহে প্রেমিক, যার নিদারুণ আচরণ ;"
এ কথা বলিয়া অঙ্ক ! হৃদয়ে হেন না বাজ,
জান না কি কেবা সেই প্রেমময় রসরাজ ?
সে বড় বিষম চোর, করে যে সর্ব্বস্ব চুরি,
সকল পাশরি তাই, তার প্রেমে ডুবে মরি ;
আমার বলিতে আর ত্রিভুবনে কিছু নাই,
কালা বিনে নাহি জানে কালাকলঙ্কিনী রাই ;
নারীর প্রেমের কথা তোমার কি নাহি জানা,
ছার সে প্রেমের কাছে মণি, মুক্তা, খাঁটী সোণা ;
হররোষে ভস্মীভূত হ'ল যবে পঞ্চবাণ,
ভুলে কি গিয়াছ অঙ্ক ! রতির রোদন-তান ?
নারীর নিষ্কাম প্রেম, জান না সে কিবা ধন,
যে প্রেমে প্রিয়ের করে, করে আত্ম-নিবেদন ;

আমার সে প্রেমাধার আছে এবে মথুরায়,
হৃদয়ের ব্যথা যত কহ গিয়ে রাঙ্গাপায় ॥ ৩৪ ॥

"মদনমোহন হরি এবে বৃন্দাবনে নাই,
মদন সময় বুঝি বিষম বেড়েছে তাই ;
কাল-বিষধর সম যুজিয়া কুসুম-বাণ,
নিঠুরপরাণে হের দিতেছে ধনুতে টান ;
ব্রজের বধূর প্রাণ বধিছে বাসনা করি,
কুপিত নয়নে চাহে, ব্রজে হরি নাই হেরি ;
শ্রীহরির সনে যদা প্রেমলীলা করেছিনু,
মদন আছিল মুগ্ধ, ধরে নাই ফুলধনু ;
হরিবিরহিত হেরি এবে ব্রজপুরী স্মর,
হানিছে মনের সাধে খরতর পুষ্পশর ;
ত্বরায় গমন ক'রে সকাতরে বল তারে,
সে নাহি আসিলে ফিরে কে রোধিবে মদনেরে
॥ ৩৫

"জান না কি চরণাঙ্ক ! মার কত দুরাচার,
গরল-উদগারী শরে ধরা করে ছারখার ;
শশাঙ্কশেখর শম্ভু কালকূট করি পান,
ভুবনরক্ষণ সাধি, রাখে বিরিঞ্চির মান ;

কিন্তু এই মীনধ্বজ ঢালি তীব্র হলাহল,
নিখিল ভুবনে চাহে পাঠাইতে রসাতল ;
অসম সাহসে দুষ্ট হেনেছিল ফুলশর,
ধ্যানচ্যুত হয়েছিল ধ্যানরত মহেশ্বর,
জ্বলিয়া উঠিল তাঁর ললাটের কনীনিকা,
আরক্ত আননকান্তি প্রকাশিল বিভীষিকা ;
ছুটিল প্রবলবেগে হরনেত্র-বৈশ্বানর,
পুড়িয়া হইল ছাই মদনের কলেবর ;
তদবধি মন্দমতি অনঙ্গ হইয়া রহে,
তথাপি কুসুমশরে বিরহীর প্রাণ দহে ;
কৃষ্ণ গেছে মথুরায়, কে তারে করিবে মানা,
কে হরিবে দর্প তার মদনমোহন বিনা ॥ ৩৬ ॥

"সাগর-মন্থন-ফলে উঠিল যে হলাহল,
স্মরের গরল নহে তার কাছে হীনবল ।
অবাধে পিনাকপাণি করিল সে বিষপান,
ব্যথিল তাঁহার চিত কিন্তু এই কামবাণ ;
প্রজাপতি আর যত অদিতিনন্দনচয়,
ইহার শরের আগে সবে মানে পরাজয় ;
মহেশের রোষানলে দেহ পুড়ে হল ক্ষার,
তথাপি কি দুষ্টমতি ত্যজিয়াছে ব্যভিচার ;

অনাথ এ ব্রজধাম, অনাথা ব্রজের বালা,
সবারে অনাথ হেরি, ঘটায় দারুণ জালা ;
অবসর বুঝি স্মর করে কত চতুরালি,
যাও অঙ্ক ! দেখ' যেন ফিরে আসে বনমালী ॥৩৭॥

"হরির বিরহতাপ নিয়ত হতেছে গুরু,
জ্ঞান হয় বৃন্দাবন অচিরে হইবে মরু।
যেথায় বহিত নিত্য হ্লাদিনীর প্রেম-ধারা,
সংবিৎ আছিল যেথা জীবনের ধ্রুবতারা,
সন্ধিনী মায়ার বন্ধ ছেদিয়া জাগাত প্রমা,
স্বরূপ-শকতি-লীলা হত যেথা অনুপমা,
সেথা হতে চলে গেছে চিদানন্দরসকেতু,
বৃন্দাবনে বাস এবে দারুণ দুঃখের হেতু।
মোদের নয়ন এবে ঝরে যদি দর-ধারে,
যমুনা উছলি যদি দুকুল প্লাবিত করে,
ভ্রমর-গুঞ্জিত আর পিককণ্ঠ-মুখরিত,
ডুবিবে অতল জলে নিকুঞ্জ-কুটীর যত।
গোকুলনিবাসী সবে করিবে গো হায় হায়,
সাধের এ ব্রজধামে বাস করা হবে দায় ॥ ৩৮ ॥

শুনিয়া রাধার বাণী অঙ্ক না উত্তরে হেরি,
ঈষৎকুপিতস্বরে বলে তারে রাধাপ্যারী ;

পদাঙ্কের নাহি প্রাণ এ জ্ঞান না ছিল তার,
কহিতে লাগিল ইথে করি তারে তিরস্কার ;
"হরির ধেয়ানে হয় যাদৃশ আনন্দোদয়,
ত্রিদিবের সুখরাশি তার কাছে কিছু নয় ;
জান না কি তুমি অন্ধ ! ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার
যে সুখ প্রদানে, তাহা ছার তুলনায় তার ;
মুকুন্দ-পদারবিন্দ-প্রেমের সন্ন্যাসী যাঁরা,
উছলে তাঁদের হৃদে যেই প্রেমানন্দ-ধারা,
শুনেছ তাঁদের মুখে সেই আনন্দের কথা,
কত যে গভীর তাহা, কিবা তার মধুরতা ;
মধুর প্রেমের খনি, মোহন মুরলীধর,
তোমার জনক যিনি, আর মম প্রাণেশ্বর,
তাঁহার দর্শন-আশে নাহি তব ব্যাকুলতা,
কিরূপ তোমার মতি, তুমি জান—জানে ধাতা ;
আমি কিন্তু কাঙালিনী হৃদয়সর্ব্বস্বহারা,
কৃষ্ণহীন বৃন্দাবন আমার হয়েছে কারা ॥ ৩৯ ॥

"মদন জ্বালিয়া চিতে খরতর হুতাশন,
দহন করিছে মোর দেহ, মন অনুক্ষণ ;
বিফল সকল মম জ্বলন-নির্ব্বাণ-আশ,
প্রসারি অনন্ত শিখা করে বৃন্দাবন গ্রাস ;

সত্বরগমনে কর প্রিয়পদে নিবেদন,
মদন করিছে ব্রজ রসাতলে প্রণোদন ;
স্বগুণে ধরহ আর দুখিনীর উপদেশ,
সম্ভাষসময়ে তোমা নাহি দেখে হৃষীকেশ ;
গোপনে রাখিয়া নিজ মনোহর কলেবর,
রসিকশেখরে কোরো প্রীতিভক্তিসমাদর ;
নয়নের অভিরাম মূরতি তোমার হেরি.
মাধুরীমদিরামোহে আপনা ভুলিবে হরি ;
অপরূপ দরশনে মত্ত হবে মন তার,
রাধার ব্যথার কথা না শুনিবে প্রেমাধার ॥ ৪।

"একান্তে নেহার যদি প্রাণকান্ত মুরহরে,
হৃদয় খুলিয়া সব বোলো তুমি বোলো তারে ;
পাশরি সকল লাজ বোলো তুমি অকপটে,
কি ভয় তোমার অঙ্ক ! নিঠুর লম্পট শঠে ;
কালারে জিজ্ঞাসো, তার পড়ে কি না পড়ে মনে,
প্রেমরসরঙ্গ চারু ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে ;
পড়ে কি না পড়ে মনে যমুনার শ্যামতট,
পড়ে কি না পড়ে মনে মধুময় বংশীবট,
পড়ে কি না পড়ে মনে কেলিকদম্বের তল,
ললিত-লহরী-ভরা কালিন্দীর কাল জল ;

পড়ে কি না পড়ে মনে শ্যামলী, ধবলী ধেনু,
পড়ে কি না পড়ে মনে তুমি যে ব্রজের কানু,
পড়ে কি না পড়ে মনে শিখিপুচ্ছে চূড়াবাঁধা,
মনে পড়ে শ্রীরাধার চরণে ধরিয়া সাধা ?
ভুলেছ কি তুমি কৃষ্ণ ! শারদ পূর্ণিমারাত্তি,
অপূর্ব্ব সে নিধুবন—রাসরসরঙ্গপ্রীতি ;
বুঝেছি কেন হে কৃষ্ণ ! হেন তব আচরণ,
কুব্জিকার আলিঙ্গনে মজেছে তোমার মন ;
বুঝেছি কুব্জারে লয়ে ঐশ্বর্য্যের সেবা কর,
কাঁদায়ে গোপীরে তাই মাধুর্য্যের মান হর ;
কে না জানে ত্রিভুবনে যেথা ঐশ্বর্য্যের জয়,
থাকে না কখন সেথা মাধুর্য্যের পরিচয় ॥ ৪১ ॥

"হরি-দরশন-আশে ব্যাকুল মোদের মন,
হবে না দর্শন বিনা ব্যাকুলতা-প্রশমন ;
নামের কীর্ত্তনে, আর গুণের ব্যাখ্যানে তার,
কেলির স্মরণে, নাহি হবে শান্তি বাসনার ;
স্মরণে, কীর্ত্তনে শুধু হবে বিপরীত ফল,
ভাঙ্গিবে মোদের বক্ষঃ, বাড়িবে বিরহানল ;
দরশন বিনা কভু পূরিবে না মন-সাধ,
বিনা দরশন অঙ্ক ! ঘটিবে হে পরমাদ ;

জানাইও হরিপদে আমাদের ব্যাকুলতা,
আপনি ব্যাকুল হয়ে, বোলো তারে সব কথা ;
ব্যাকুল না হয়ে যদি যাও তুমি তার স্থানে,
ফিরিয়া চাবে না হরি, কথা না তুলিবে কাণে ;
ব্যাকুল হইয়া যেই থাকে তার মুখ চেয়ে,
ব্যাকুল হৃদয়ে সে গো পাশে তার আসে ধেয়ে
॥ ৪২ ॥

"বিরহবিধুরা যত গোকুলের গোপবালা,
প্রত্যয় মানিবে চিত্তে কেমনে চতুর কালা ,
স্বচক্ষে না দেখে যদি বিরহের ব্যাকুলতা,
সে বড় চতুর, কেন মানিবে আমার কথা ?"
এতেক ভাবিয়া অঙ্ক ! করিও না মিছা ভয়,
সত্যের নিশ্চয়ে শুধু প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয় ;
প্রত্যক্ষেই শুধু হয় প্রমিতির অভ্যুদয়,
এ কথা জগতে অঙ্ক ! নাস্তিকের মুখে রয় ;
অপর প্রমাণ আছে তার নাম অনুমান,
তাহে কার্য্য হতে হয় কারণের তথ্যজ্ঞান।
যাও তবে, যাও অঙ্ক ! কি কাজ বাড়ায়ে কথা,
তোমার ও ব্যাকুলতা জানাবে মোদের ব্যথা ;

তোমার বচনে হরি বুঝিবে মোদের দশা,
নিশ্চয় আসিবে ফিরে, মিটিবে মোদের আশা।

॥৪৩॥

"মহাশূন্য, নিরালম্ব এ বিশ্ব বৈচিত্রময়,
নাহি কেন্দ্র, নাহি ভিত্তি, ইহা কভু নিত্য নয়,
যা কিছু জগতে হের, কিছু নহে চিরস্থির,
এই আছে, এই নাই, পদ্মপত্রে যথা নীর,
বিশ্বমূলে নাহি বস্তু, সব শূন্য সব ফাঁকি,
এ বারতা চরণাঙ্ক! সত্য বলি মানিবে কি?
যে রটাল বিশ্বমাঝে অনাত্ম এ শূন্যবাদ,
বোঝে না সে বিশ্বতত্ত্ব, তার বাদ পরমাদ;
কুটিল কপটমতি মদনের মর্ম্মজ্বালা,
কৃষ্ণ বিনা আমাদের মন লয়ে তার খেলা,
কুসুমসায়ক-বহ্নি, বুকভরা হাহাকার,
যে নাহি প্রত্যয় মানে, বুদ্ধি তার অতি ছার;
মোদের দৈন্যের কথা লয়ে করি উপহাস,
শূন্যবাদী করে যদি প্রমাণের অভিলাষ,
স্বশক্তি প্রকাশি অঙ্ক! চূর্ণ কোরো দর্প তার,
বোলো তারে পঞ্চশর সাক্ষী আছে গোপিকার

॥ ৪৪ ॥

"ক্ষণিক এ বিশ্বকাণ্ড, ক্ষণস্থায়ী বৃত্তি তার,
বিশ্বের ব্যাপার যত ক্ষণে হয় ছার খার,
এ হেন ক্ষণিকবাদে মত্ত থাকে যার মন,
মূর্খ সে, কোথায় তার বিশ্বতত্ত্ব-নিরূপণ ;
নিখিল জগৎ যদি হত ক্ষণবিনশ্বর,
হরির বিরহতাপ কেন জ্বলে নিরন্তর ?
শুধুই ক্ষণিকবাদী প্রপঞ্চে রয়েছে ভুলে,
সারবস্তু অবহেলি, কাচ লয়ে মণি ফেলে :
জানে না সে প্রপঞ্চের সার শুধু হরিনাম,
যে নাম গাহিয়া বিশ্ব চলিতেছে অবিরাম,
যে নাম গাহিয়া গিরি চুমিছে অম্বরতল,
যে নাম গাহিয়া সিন্ধু তুলিছে তরঙ্গদল,
যে নাম গাহিয়া ভানু বিতরে ময়ূখমালা,
যে নাম গাহিয়া ফোটে সুধাংশুর ষোলকলা,
যে নাম গাহিয়া গর্জ্জে গভীর জলদরাশি,
যে নাম গাহিয়া স্ফুরে চপলার চলহাসি,
যে নাম গাহিয়া নিত্য বহিতেছে সমীরণ,
যে নাম গাহিয়া ঘন করে ধারা বরষণ,
যে নাম গাহিয়া তরু করে শাখা সম্প্রসার,
যে নাম গাহিয়া ফুল বিলায় সৌরভভার,
যে নাম গাহিয়া শিশু ভ্রমে সদা হেসে খেলে,
যে নাম গাহিয়া মাতা চুমে তারে কোলে তুলে,

যে নাম গাহিয়া সতী পতি করে আলিঙ্গন,
যে নাম গাহিয়া যতি ভাবরসে নিমগণ,
যে নাম গাহিয়া দেখ প্রকৃতি সেজেছে রাণী,
যে নাম গাহিয়া অন্ধ! আমি চিরপাগলিনী,
জানিও সে নাম অন্ধ! নিত্য, সত্য, সনাতন,
প্রপঞ্চের কেন্দ্র নাম, নামে বিশ্ব-প্রস্ফুরণ;
গরজি গাহিয়া নাম, যাও তুমি মথুরায়
কেমনে না আসে ফিরে, দেখি আমি শ্যামরায়;
যার সনে হবে দেখা, বোলো তারে অবিরাম,
গোপিকার কৃষ্ণপ্রেম, আর এই হরিনাম॥

সম্পূর্ণ

গ্রন্থকার-প্রণীত ব্রহ্মবোধিকা

সুললিত সংস্কৃত কবিতায় বেদান্তের সারকথা। প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় শ্লোকগুলির মর্ম্ম সহজে বোধগম্য হইয়াছে। গ্রন্থে আর্য্যভূমির অমূল্যরত্ন অদ্বৈত-তত্ত্ব সুষ্ঠুরূপে বিবৃত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানার্থী ব্যক্তিমাত্রেই ইহার পাঠে আনন্দ লাভ করিবেন। মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—(১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (২) সংস্কৃত বুক ডিপো, ২৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (৩) তারা লাইব্রেরী, ১০৫ অপার চিৎপুর রোড (৪) গ্রন্থকারের নিকট, ১৭ শ্যাম-বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"ব্রহ্মবোধিকা" সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত।

The Servant (4th November 1925) :— Brahma Bodhika—It is a treatise on Indian Monistic Philosophy written in simple and sweet Sanskrit shlokas. To each

shloka is appended its literal translation in pure Bengali which makes the purport thereof easily comprehensible. The perusal of the book will give a clear idea of the doctrines of Adwaitabad, the invaluable treasure of India. The luscious verses delineate the fundamental principles of the Vedanta and depict in charming melody the processes and methods whereby the earnest enquirer after truth is enabled to sift the real from the apparent, the permanent from the fleeting and to realise his own true self in this life by breaking asunder the shackles of ignorance. The student will derive much benefit by the study of the treatise and will easily get a peep into the ancient wisdom. The book contains 537 shlokas covering more than 100 pages and its get-up is beautiful. The author is Srijut Durgadas Ghosh B. L. of No 17 Shyambazar Street, Calcutta The price is annas eight only.

The Amrita Bazar Patrika (8th November 1925) :—Brahma Bodhika—This book is a compendium of Vedanta Philosophy of Adwaita School. The theme, as its name

signifies is the awakening of the all-engrossing Divine consciousness in this life or the attainment of "Jivanmukti." The treatise is a metrical composition in Sanskrit with explanation in chaste Bengali. The author depicts in his book the practical ways and means by which an ordinary man of the world, after being conscious of his drawbacks caused by ignorance, can expand himself and by progressive steps rise above all limitations, and finally realise that he is no other than the birthless, deathless, blissful, omniscient, ever-glorious soul. The book contains a clear exposition of the state of beatitude of a Jivan-mukta Purusha and also of his thoughts and deeds as long as he lives in this world after he has realised his own self. The auther of this book is Srijut Durgadas Ghosh B. L. of No 17 Shyam Bazar Street Calcutta, and its price is only eight annas.

The Bengalee (4th November 1925) :— Brahma Bodhika—This book is a charming treatise on the Philosophy of Unqualified Monism containing more than five

hundred melodious shlokas. The shlokas are composed in easy Sanskrit and lucidly explained in Bengali. The book deals with the doctrines of Vivartabad of Adwaita School and expounds how a searcher after the ultimate goal of human life can tear off the fetters of ignorance by processes of self-culture and how on the permeation of culture he can realise his oneness with the Divine. The verses are delightful reading and those depicting the state of Jiban-mukta (the liberated in this life) towards the end of the book are simply fascinating. The thoughtful perusal of the treatise will undoubtedly lead to the clear comprehension of the loftiest truth of Indian philosophy that the manifested have no separate existence from the Absolute. The author is Srijut Durgadas Ghosh B. L. of No 17 Shyambazar Street Calcutta. The book is priced at annas eight only.

Forward (29th November 1925):— **Brahma Bodhika** by **Durgadas Ghosh** B. L. To be had of the author

at 17 Shambazar Street Calcutta. Price 8 as.

This is a collection of verses composed in easy Sanskrit and explained in chaste Bengali. The theme of the treatise is the realisation of the true nature of his own selt by a human being in this life. When man cognises his own limitations and disabilities due to ignorance and is impressed with the fleeting character of the world, he naturally feels uneasy and being anxious for stability and permanence enquires after the verities of life. The book expounds the various stages of culture to be followed by such an enquirer and describes how on consummation of the culture, his limitations and disabilities fall off and his oneness with the Infinite is brought home to him. The author delineates the state of Jiban-mukta as the man is termed after he has realised himself, and depicts his thoughts, words and deeds in exquisitely sweet verses. The book is not only very interesting but gives at the same time a faithful insight into the truth of Unqualified Monistic Philosophy of India

Backbone (November 1925) :—

Brahma Bodhika—It is a remarkable book written by Babu Durgadas Ghose B. L. Pleader, Small Causes Court, Calcutta. In simple Sanskrit Verses composed by himself, the author hits off those characteristics in the Lord of the Universe that have a tendency to elude human understanding but which by the magic of his pen, become easy of comprehension. The verses are sweet, melodious and beautiful. and within their small compass, they contain the quintessence of Hindu wisdom in philosophical speculations. They deal with the eternal problems of human destiny with a sureness of touch that is reminiscent of the old Masters. It is no ordinary achievement for one steeped in western learning to get hold of the essential spirit of Hindu thought and culture and express it with such inspiring effect. Both the matter of the book and the manner of presentation redound to the credit of the author and show that he is well-versed in our philosophical lore. Evidently he has not been content with the shell, the outer

crust, but has penetrated into the recesses of the spirit within. The verses bring into prominent relief his high Sanskrit scholarship and his power of expressing lofty recondite truths with the aid of jingling metre. The verses, though transparently clear, are elucidated by Bengali translations. The vital problems of life are deftly handled and we get evidence, at every step, of the author's knowledge and skill. Transcendental truths are presented in a charming way, robbed of their harsh, crabbed and baffling features. The mellifluous Sanskrit shlokas and the commentaries bring home to the reader the ways for the realisation of Brahma. The book will serve as admirable *Vade Mecum* to all earnest seekers after truth. We wonder that in the midst of his legal pre-occupations, the author could find time and opportunity to delve deep into the mine of our spiritual heritage. It is to be hoped that he will present the spiritually-inclined public with more of such compositions calculated to lift them upwards. The reader will derive considerable spiritual nourish-

ment and strength by careful perusal of the contents. The book is priced at eight annas only and may be had of the author at 17 Shambazar Street, Calcutta.

Sahakar (December 1925) :—

Brahma Bodhika by Srijut Durgadas Ghosh B. L. 17 Shambazar Street Calcutta (8 as) contains choice Sanskrit verses about Brahma with their Bengali rendering. It contains one hundred pages and will help those who seek after the knowledge of Brahma.

হিতবাদী (১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সাল)

ব্রহ্ম-বোধিকা—শ্রীতুর্গাদাস ঘোষ বিরচিতা, তৎকৃত-বঙ্গানুবাদ-সমেতা চ। মূল্য আট আনা। ১৭নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই পুস্তকে বেদান্ত উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ৫৩৭টী শ্লোক উদ্ধৃত * ও তাহার সরল বঙ্গানুবাদ আছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করেন বা যাঁহারা যোগের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসুগণের জ্ঞাতব্য বহু বিষয় এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে।

[*গ্রন্থের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত নহে, গ্রন্থকারের স্বরচিত]

দৈনিক বসুমতী—(১৫ই পৌষ ১৩৩২ সাল)

ব্রহ্ম-বোধিকা—কলিকাতা ছোট আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঘোষ বি, এল বিরচিত ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তক, মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান, ১৭নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুর্গাদাস বাবু বিবেকানন্দ সোসাইটীর অন্যতম সভ্য, প্রেমিক ও ভক্ত। সোসাইটীর প্রধান উদ্দেশ্য বেদান্তের গূঢ় রহস্যগুলি সহজ ভাষায় প্রচার করা। দুর্গাদাস বাবু যে সোসাইটীর উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ যত্নবান্, তাহার পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম-বোধিকা সংস্কৃত পদ্যে লিখিত, সঙ্গে সঙ্গে প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় তাহার ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চদশী প্রভৃতি বেদান্ত গ্রন্থের মত করিয়া পুস্তকখানি লিখিত, তবে ইহা অনুকরণ নহে। বেদান্ততত্ত্ব গ্রন্থকার যে ভাবে বুঝিয়াছেন তাহাই সাধারণকে সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আশা করি তাঁহার এ পুস্তক সুধীসমাজে আদৃত হইবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা (২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সাল)

ব্রহ্ম-বোধিকা সংস্কৃত ভাষায় বেদান্ত-বিষয়ক নূতন গ্রন্থ। কলিকাতা, ১৭নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট নিবাসী

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঘোষ বি, এল্ ইহার রচয়িতা। গ্রন্থখানি সরল সুমধুর শ্লোকমালায় রচিত। প্রত্যেক শ্লোকের নিম্নে বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় শ্লোকের তাৎপর্য্য সহজে বোধগম্য হইয়াছে। গ্রন্থে বেদান্তের মূলতত্ত্বগুলি বিবৃত হইয়াছে। বেদান্তবিদ্যার অধিকারী কে, অজ্ঞান কি, কিরূপে জীব এই অজ্ঞানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারে ইত্যাদি তত্ত্বগুলি সুললিত কবিতাপুঞ্জে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জীবন্মুক্তের আত্মপ্রসাদ ও দেহপাতের পূর্ব্বাবধি তাঁহার ক্রিয়াকলাপ ও মনোভাবের বর্ণনা অতীব মনোজ্ঞ। পাঠক এই পুস্তকের আলোচনায় আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। গ্রন্থের মূল্যও অধিক নহে, আট আনা মাত্র।

ব্রহ্ম-বোধিকা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—"আপনি বেদান্ত-সারের মর্ম্মবোধক শ্লোকাবলী রচনা করিয়া যে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বেশ প্রীতি লাভ করিয়াছি।

আপনি যেরূপ সহজ ও নির্ভুল সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন উহা বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক। অদ্বৈত বেদান্তে আপনার বেশ প্রবেশ আছে, বোধ হইল।

আমার ইচ্ছা আপনি বেদান্ত সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রচার করেন।”

কায়স্থ-পত্রিকা (ফাল্গুন ১৩৩২ সাল

ব্রহ্ম-বোধিকা একখানি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত খণ্ডকাব্য। সুগম্ভীর তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্ম-বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য প্রাঞ্জল সংস্কৃতে রচনা করা কতদূর দুঃসাধ্য, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের বোধ হইবার কথা নহে। ঋষিযুগে ইহার দু একটী দৃষ্টান্ত মাত্র পাওয়া যায়। আজকালকার ইংরাজি শিক্ষার যুগে কলেজে দু'পাতা সংস্কৃত মুখস্থ হিসাবে শিখিয়া তাহাতে মানবীয় জ্ঞানচর্চ্চার শ্রেষ্ঠ সাধনের আলাপে ব্রতী হওয়া কত যে কঠিন ও আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের সতীর্থ দুর্গাদাস বাবু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করিয়া কায়স্থ জাতির গৌরব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি করিলেন। দুর্ব্বোধ্য অতিকঠিন সেই ঋষিগণের আলোচ্য ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান তিনি যে ভাবে নিজে আত্মসাৎ করিয়া স্বজাতিকে দান করিয়াছেন, তাহা যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ের বিষয়। তাহার নিভৃত শাস্ত্রালোচনা সার্থক হইয়াছে এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। মানুষের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও মানুষের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এই কঠোর-কোমল আত্মতত্ত্ব দুর্গাদাস বাবু শাস্ত্রচর্চ্চাদ্বারা আয়ত্ত করিয়া বিতরণে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ বাস্তবিকই পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। এই বোধিকা অনেকের বোধ খুলিয়া দিবে